সূচিপত্র

শামে আল-কায়েদার মিত্ররাঃ পর্ব ১

আবু হামযা আল-মুহাজির ইরাকের জাতীয়তাবাদী দলগুলোকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, “যারা দেশের জন্য লড়াই করে এবং দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের ব্যানারে যুদ্ধ করে, তাদের প্রতি আমি বলি জনৈক ব্যক্তি কি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে আসেনি, যেমন আবু মুসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আল-বুখারী ও মুসলিম বর্ননা করেছেন এবং তিনি বলেন, ‘হে রাসুলুল্লাহ, আল্লাহর রাস্তায় লড়াই কী? আমাদের মধ্যে কেউ হয়তো রাগের কারণে লড়াই করতে পারে বা হামিয়্যাহ (হিংসা) এর জন্য লড়াই করতে পারে’। তখন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার দিকে মাথা ঘুরালেন এবং বললেন, ‘যে কেউ এজন্যে লড়াই করে যাতে আল্লাহর কালিমা সমুন্নত হয়, তখন সে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করল’। আন-নববী, ইবনে হাজার ও আরও অনেকে বলেন যে, হামিয়্যাহ হল গর্ব বা হিংসার জন্য লড়াই করা অথবা নিজের গোত্রের প্রতিরক্ষার জন্য লড়াই করা। বরং আল-হাফিয ইবনে হাজার ‘আল-ফাতহ’ এ বলেন, ‘এটা সম্ভব যে, হামিয়্যাহ থেকে লড়াই করার অর্থ হতে পারে কোন ক্ষতি প্রতিরোধ করা এবং রাগের কারণে লড়াই এর অর্থ হতে পারে কোন সুবিধা অর্জনের জন্য লড়াই করা’। সুতরাং হে লোকসকল, তোমাদের যুদ্ধ কি সেদিকে চলে গেছে যার বিরুদ্ধে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সতর্ক বানী দিয়েছেন? বরং, এটাই তোমাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য, যেখানে আল্লাহর শারীয়াহ’র দাবী হল, যা আল-হাফিয ইবনে হাজার আল-ফাতহ এ বলেছেন, ‘যুদ্ধ ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় হবে না, যতক্ষণ না তার যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করা’। জাতিকে স্বাধীন করা বা অন্য কিছু এর মধ্যে ফলাফল হিসেবে আসতে পারে কিন্তু উদ্দেশ্য হিসেবে নয়। তোমরা এরকম যুদ্ধের ক্ষতি সম্পর্কে অবগত, কারণ বেশির ভাগ আরব শাসকেরা ক্ষমতায় এসেছে জাতীয়তাবাদের ব্যানারে যুদ্ধের মাধ্যমে। তোমরা ফলাফল কেমন দেখছ? এটা কি দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতি নয়?” [দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার]

আমিরুল মু’মিনিন আবু উমর আল-বাগদাদী (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন) বলেন, “জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের ধারণা দ্বীনের অনেক মৌলিক বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক। প্রথমত, কোন মানুষের উপরে অন্য কাউকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় তাকওয়ার ভিত্তিতে, রক্তের ভিত্তিতে নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, {হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও । নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।} [আল-হুজুরাতঃ১৩]। দ্বিতীয়ত, এটা আল-ওয়ালা আল-বারা এর আক্বীদার বিরুদ্ধে যায় এবং এর মূলোৎপাটন করে যা

দ্বীনের একটি গুরুত্বপুর্ণ মৌলিক বিষয়। আরব ইরাকী খ্রিষ্টান তার ভাই, যে সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা পায়, অন্যদিকে ভারতীয় বা তুরস্কের মুসলিমের কোন অধিকার নাই। এসব লোকের শারীয়াহ ইথিওপীয় বিলাল বা ফারসী সালমানের চেয়ে উকবাহ ইবনে আবি মুয়াইত বা আবু জাহলকে বেশি গুরুত্ব দেয়। তৃতীয়ত, এটা মুমিনদের মধ্যকার সম্পর্কের বিরোধিতা করে। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'মুমিনের কাছে আর এক মুমিন হল একটি ভবনের মত যার প্রত্যেক অংশ অন্য অংশকে ধরে রাখে'। [আবু মুসা আল-আশ'আরী থেকে বুখারী ও মুসলিম বর্ননা করেছেন]। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন, 'ভালোবাসা, করুণা ও সহানুভূতির ক্ষেত্রে মুমিনদের উদাহরণ হল একটি দেহের মত, যদি একটি অংশ ব্যথা অনুভব করে, তাহলে গোটা শরীর ব্যথা অনুভব করে অনিদ্রা ও জ্বরের কারণে'। [আন-নুমান ইবনে বশীর থেকে বুখারী ও মুসলিম বর্ননা করেছেন]। চতুর্থত, এটা জাহেলিয়্যাহ ও পক্ষাবলম্বন এর দিকে আহবানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, {কেননা, কাফিররা তাদের অন্তরে জাহেলিয়্যাতের জেদ পোষণ করত। অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদের জন্যে সংযমের দায়িত্ব অপরিহার্য করে দিলেন। বস্তুতঃ তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।} [আল-ফাতহঃ২৬]। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'যে আসাবিয়্যাহ (দলাদলি) এর দিকে আহবান করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'। [জুবায়ের ইবনে মুতিম থেকে আবু দাউদ বর্ননা করেছেন]"। [আযিল্লাহ আলাল মু'মিনিন ওয়া আইযযাহ আলাল-কাফিরিন]

আমিরুল মু'মিনিন আবু উমর আল-বাগদাদী (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন) আরও বলেন, "দুঃখজনক ভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার কিছু জাতপক্ষ দখলদারিত্বের মিথ্যাগুলো প্রচার করতে লাগলো, এটার জন্যে একটা ভিত্তি তৈরি করল, এর পক্ষে তর্ক করল এবং জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের নামে অন্ধত্বের ব্যানার উত্তোলিত করল, যার উভয়টিই কোন মুশরিক রাষ্ট্রের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত থাকে। তারা ইরাকের সম্পদগুলোকে বিশেষ করে পানি ও তেল তাদের জন্য সম্পদ বানিয়ে রেখেছে যাদের ইরাকী নাগরিকত্ব ছিল! সুতরাং এটা কী রকম হত যদি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের ভূমিতে হিজরত করতেন? নিশ্চয় তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন জায়গায় হিজরত করেছেন যেটা তাঁর ছিল না এবং তিনি এমন এক বাড়িতে থেকেছেন যেটা তাঁর ছিলনা। এই সব লোকের নীতি অনুযায়ী, তাহলে কি এই সম্পদগুলো তাঁর জন্য এবং তাঁর সাহাবীদের জন্য হালাল হবে? না! তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ক্ষেত্রে এবং তাঁর সাহাবীদের ক্ষেত্রে ক্ষমতা ও নেতৃত্ব পাওয়ার জন্য এই সব লোকের পক্ষ থেকে সবচেয়ে বেশি বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হত! কেন হবে না? কেননা এসব লোক বলে যে ইরাক হল সমস্ত ইরাকীদের জন্য এবং এর সম্পদগুলো শুধুমাত্র ইরাকীদের জন্য। হ্যাঁ, সমস্ত ইরাকীদের জন্য, যদিও তারা শয়তানের পূজারী ইয়াযিদি হয় বা সাবেয়ী ম্যানডাইন হয়। তাদের কথা অনুসারে সবারই সমান অধিকার আছে, যদিও সে সুন্নী মুসলিম হয় বা শিয়া মাজুসী হয়। এটা তাদের কোন চিন্তার বিষয় না যে, তারা আমাদের মহিমান্বিত রবের ইবাদত করে না, বিদ্রোহী শয়তানের পূজা করে। তবুও তার অধিকারের সুরক্ষা দেওয়া হবে! হে মুওয়াহিদিন, আমাদের আকীদা হল, সে আমাদের ভাই যদিও সে একজন এশীয়ান ফিলিপিনী হয় এবং শয়তানের পূজারী আমাদের শত্রু যদিও সে একজন নিশ্চিত ইরাকী হয়। [ফা'আম্মায-যাবাদু ফাইয়াযহাবু যুফা'আ]

২০১৪ এর ২৫ ডিসেম্বরে আলেপ্পোতে 'শামিয়্যাহ ফ্রন্ট' এর ঘোষণা দেওয়া হয়। এতে 'ইসলামিক' ফ্রন্ট, দ্য আর্মি অফ মুজাহিদিন, দ্য নুরউদ্দিন জিংকি মুভমেন্ট, 'ফাস্তাকিম কামা উমিরত', দ্য অথেনটিসিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফ্রন্ট এবং সবচেয়ে সাম্প্রতিক কালের 'দ্য হাযম মুভমেন্ট' এ সবগুলোই এর অন্তর্ভুক্ত। এই দলগুলোর বেশিরভাগই জাতীয়তাবাদী 'সিরিয়ান রিভোলিউশানারি কমান্ড কাউন্সিলের সদস্য। এই সব দলগুলোই উপসাগরীয় (আরব) সরকারগুলো বা সিআইএ বা সিরিয়ান ন্যাশনাল কোয়ালিশান বা ফ্রি সিরিয়ান আর্মি(এফ এস এ) বা সুপ্রিম মিলিটারি কাউন্সিল এর পক্ষ থেকে তথাকথিত 'নিঃশর্ত' সাহায্য পায়, এদের কোন একদলের 'অন্তর্ভুক্ত না হয়েও'। ২০১৫ এর ফেব্রুয়ারীতে এই নতুন ফ্রন্ট কুর্দি স্বৈরাচারী গণতান্ত্রিক প্রশাসনের সাথে এবং জন প্রতিরক্ষা ইউনিট(ওয়াই পি জি) -যা ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন পার্টি(পি ওয়াই ডি) এর সশস্ত্র শাখা এবং কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি এর সিরিয়ান শাখা- এর সাথে একমত হল 'আফ্রিনে' শারীয়াহ প্রতিষ্ঠার বাপারে। মার্ক্সবাদী ও গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষদের সাথে মিলে শারীয়াহ প্রতিষ্ঠার এই জাতীয়তাবাদী 'ইসলামী' পরিকল্পনা কতখানি যৌক্তিক! তাদের কাছে একটা প্রশ্ন আছে হল, ক্রুসেডারদের প্লেনগুলোর মাধ্যমে 'আইন আল-ইসলাম' এ 'পিকেকে' কে যেভাবে সহযোগিতা করছে, তাতে তারা "শারীয়াহ" প্রতিষ্ঠাতে সহযোগিতা করবে কি না...

জাতীয়তাবাদী ইসলাম ও জাতীয়তাবাদী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের একসাথে কাজ করার মাধ্যমে ইসলাম ও গণতন্ত্রকে একই সাংবিধানিক অবকাঠামোতে রেখে জাতীয়তাবাদী সরকার গঠন করার দৃশ্যপট একই যার অভিজ্ঞতা মিশর, লিবিয়া ও তিউনিশিয়ার রয়েছে।

আল কায়দার মিত্রদের জাতীয়তাবাদী ব্যানারসমূহ

ক্রুসেডাররা একই কেক এর দুই ভাগের বিভক্তি আশা করে বসে থাকে এবং অপেক্ষা করে ঐ অংশকে সমর্থন করার জন্য যারা তাদের স্বার্থের জন্য অন্য অংশ অপেক্ষা বেশি অনুকূলে। উভয় পক্ষই অধিক রিদ্দাহ প্রকাশ করতে থাকে, ক্রুসেডার ও তাদের দোসর আরব তাগুতদের আনুকূল্য লাভ করার জন্য।

যদিও খেলাটি তাদের কাছে স্পষ্ট যারা ঈমান ও ওয়াকি (সাম্প্রতিক ঘটনাসমূহ) সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখে কিন্তু শামের জিহাদের দাবীদারদের (জাওলানি ফ্রন্ট) কাছে তা অস্পষ্ট। এই পথভ্রষ্টরা সাহাওয়াত দলগুলোর সাথে মিলে-যারা শামিয়্যাহ ফ্রন্ট গঠন করেছিল- দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তারপরেও তারা দাবী করে যে এই দলগুলো মুখলিস মুজাহিদিনদের ব্যাটালিয়ন। যে "ইখলাসের" সাথে জাওলানি ফ্রন্ট এই দলগুলোর বর্ণনা দিচ্ছে তা দিন দিন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে।

নিম্নে শামিয়্যাহ ফ্রন্টের রাজনৈতিক ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান যাকারিয়া মালাহিফযি এর ভাষণের বর্ননা দেওয়া হল যা ২০১৫ এর ১লা মার্চ এ "দ্য রেভোলিউশানারি ফোর্সেস অফ আলেপ্পো" কর্তৃক আয়োজিত কনফারেন্সে সে দিয়েছিল। সে বলেছিলঃ

"বিপ্লবীদের দাবীর ভিত্তিতে ও আলেপ্পোতে বিপ্লবী জনগনের একত্রীকরণ ও সংগঠনভুক্ত হওয়ার ভিত্তিতে, যাতে স্বৈরাচারী আগ্রাসন ঠেকানো যায় এবং শামিয়্যাহ ফ্রন্টের নামে আমি আপনাদের কাছে কয়েকটি মৌলিক নীতি পুনরায় উল্ল্যেখ করছি"।

"প্রথমত, শামিয়্যাহ ফ্রন্ট হল মহান সিরিয়ান বিপ্লবের অংশ যার বাহিনীগুলোকে অবশ্যই বিজয় অর্জনের জন্য একত্রিত হতে হবে। বিজয়ের জন্য একতাই একমাত্র পথ । বিভক্তি সবসময়ই সন্ত্রাসী সরকারের স্বার্থের অনুকূলে যায়"।

দ্বিতীয়ত, শামিয়্যাহ ফ্রন্ট হল এমন একটি দল যা সিরিয়া ও সিরিয়ার জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। এটা সিরিয়াকে সমস্ত সিরিয়ান জনগণের মনে করে। ইরানী দখলদারিত্ব থেকে সিরিয়ান জাতি ও সিরিয়ান মানুষকে স্বাধীন করা এবং আসাদের পতন ঘটানোই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য, যাতে অত্যাচার দূরীভূত হয় এবং এ জাতির স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৃতীয়ত, আমরা সকল ধরনের সিরিয়ান মানুষের জন্য

নব্য ঘোষিত জাতীয়তাবাদী শামিয়্যাহ ফ্রন্ট

কেননা এর এখন আন্তর্জাতিক ভাবে পরিচিত ভৌগোলিক সীমানা রয়েছে। এই ফ্রন্ট সমস্ত বিভাজন এবং সিরিয়ার সংগঠন গুলোকে অস্বীকার করে যা দলাদলি, রাজনৈতিক ভাবে বা দলীয় এজেন্ডা বা আকাংখা থেকে গঠন করা হয়েছে।

পঞ্চমত, গোটা পৃথিবী জানে যে সিরিয়ান সরকার এই অঞ্চলের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষক ছিল এবং এখনও আছে। এটা সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোকে ট্রেইনিং দিয়েছে ও সংগঠিত করেছে এবং এদের মাধ্যমে এটা পার্শ্ববর্তী সমস্ত দেশে সন্ত্রাসি কর্মকান্ড ও গুপ্তহত্যা চালিয়েছে। এই সরকার আজ তাদেরকে সাহায্যের আহবান করছে এবং একে ব্যবহার করছে সিরিয়ান মানুষের বিপ্লবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে।

ষষ্ঠত, এটা আমাদের সবার কাছে স্পষ্ট যে সিরিয়ান বিপ্লব এ অঞ্চলের সবচেয়ে অহংকারী সন্ত্রাসী সরকারগুলোর জোটের মোকাবেলা করে। এই জোট ইরানের মাধ্যমে চলে যা সিরিয়ার অনেক অঞ্চল দখল করে নিয়েছে। ঠিক একই সময়ে বিশ্ব সম্প্রদায় ও এর সংগঠনগুলো সিরিয়ান

মালাহিফিজী- শামিয়্যাহ ফ্রন্টের রাজনৈতিক শাখার প্রধান

মানুষের বিরুদ্ধে চলমান গণহত্যা -যা চার বছর ধরে চলছে- বন্ধ করার যে নৈতিক ও বৈধ বাধ্যবাধকতা আছে তার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে। তারা শান্তিপূর্ণ সাধারণ মানুষদের রক্ষা করছে না যারা বিপ্লবের প্রথম বছর থেকে ব্যাপক প্রতিবাদ করে আসছে।

সপ্তম, শামিয়্যাহ ফ্রন্ট সিরিয়ান মানুষের বন্ধু ও ভাতৃ তুল্য বিশেষ করে তুরস্ক, সৌদি আরব ও কাতার এবং অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহকে ধন্যবাদ জানায়। এটা তাদের কাছে সিরিয়ান জনগণকে ইরানের দখলদারিত্ব, ইরানের সন্ত্রাসী দল ও এই সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহসিকতাপূর্ণ অবস্থান দাবী করে।

অষ্টম, শামিয়্যাহ ফ্রন্ট বিশ্বাস করে যে ডেমিস্টোরাসের প্রস্তাব সিরিয়ার রাজনৈতিক সমাধানের পরিকল্পনা প্রদর্শন করে না বা কোন লিখিত প্রমাণাদি প্রদর্শন করে না বরং এটা আলেপ্পোতে যুদ্ধ বিরতির আহবান করে, যাতে সরকারের চলমান পরাজয় ঠেকানো যায় এবং দউমা, দারা ও অন্যান্য সিরিয়ান অঞ্চলকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেওয়ার সুযোগ দিতে চায়। ডেমিস্টোরা সিরিয়াতে অনুষ্ঠিত জেনেভা ১ ও ২ কনফারেন্সের প্রজ্ঞাপন গুলোকে এড়িয়ে যেতে যায় যে বিষয়ে বিপ্লবী ভাইয়েরা একমত হয়েছিলেন যে, তা হবে সন্ত্রাসী সরকারকে উৎখাত করা এবং একটি মুক্ত ও স্বাধীন সিরিয়াতে রূপান্তরিত করা। হে ভাইসকল, এটি আমাদেরকে ডেমিস্টোরাসের প্রস্তাব ও অন্যান্যের প্রতি আমাদের ঐক্যবদ্ধ মতামতের প্রয়োজনীয়তায় জোর দেয়, বিভক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, কারণ এটা শহীদদের রক্তের প্রতি ও সিরিয়ার বিপ্লবী জনগণের প্রতি সবার দায়িত্ব।

নবম, শামিয়্যাহ ফ্রন্ট সবার আন্তরিক প্রচেষ্টার আহবান জানাচ্ছে, যাতে বিপ্লবীদের বিভিন্ন মতপার্থক্যে অস্ত্রের মাধ্যমে সমাধান দেওয়া প্রতিরোধ করা যায়। সবার শেষের মতবিরোধ হয়েছিল আলেপ্পোতে। এটি একটি স্বাধীন বিচারের আহবান জানাচ্ছে, যাতে সমস্ত কিছু তার সঠিক অবস্থানে ফিরে আসে এবং রক্ত ঝরানো রোধ করা যায় যা সন্ত্রাসী সরকারের স্বার্থের দিকে চলে যাবে।

দশম, আমরা উপস্থিত সকল ভাইদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সিরিয়ান ন্যাশনাল কোয়ালিশান ও সিরিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের ভাইদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা তাদের কাছে দাবী করছি যে, তারা যেন আলেপ্পোতে বিপ্লবীদেরকে অবিরত ও সংগঠিত সাহায্য সরবরাহ করতে থাকে এবং সবসময় সিরিয়ান জনগণের মিত্র ও বন্ধুদের সাথে কাজ করে, যাতে এ সহযোগিতা বন্ধ হয়ে না যায় বা কমে না যায় এবং যাতে এই অপরাধী চক্রকে মোকাবেলা করা যায়। আমরা সাধারণ জনগণের কাছে পুনঃর্নিশ্চিত করতে চাই যে, আমরা আল্লাহর সাহায্যে চলতেই থাকব, যাতে হয় শাহাদত বা বিজয় আসে। পরিশেষে আমরা এই জনসমাবেশকে অভিবাদন জানাই, আমরা আশা করি যা একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টে পরিনত হবে এবং এর অধীনে আলেপ্পো ও এর আশেপাশের সমস্ত শহর, সিরিয়ার সমস্ত ভূমি চলে আসবে, কারণ যখন আমরা ঐক্যবদ্ধ হব তখন এটি একটি নিশ্চিত বাস্তবে পরিণত হবে যে, এই জালিম সরকারের পতন ঘটবে। এবং সবশেষে আমরা সবাইকে

ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এভাবে তার ভ্রষ্টতাপূর্ণ কথা শেষ হয়... সুতরাং সিরিয়াতে আল-কায়েদার মিত্রদের কথা অনুসারে মুসলিম, খ্রিষ্টান (এসাইরিয়ান/সিরিয়াক), নুসাইরী, রাফেদী, দুর্জি এবং ইসমাইলিদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই; সিরিয়া তাদের সবার জন্যে মাতৃভূমি! সিরিয়াতে আল-কায়েদার মিত্রদের কথা অনুসারে সিরিয়ান ন্যাশনাল কোয়ালিশান, সিরিয়ার অন্তর্বর্তী সরকার, তুরস্ক সরকার, আল-সউদ এবং কাতার তাদের মুসলিম ভাই![১] সিরিয়াতে আল-কায়েদার মিত্রদের কথা অনুসারে জাতীয়তাবাদ ও বিপ্লবের উপর ভিত্তি করে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, তাওহীদ এবং হকের উপর ভিত্তি করে বিভক্ত হওয়ার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ! এবং তারা এই বিভ্রান্ত বিবৃতি দেয় জাহেলিয়্যাতের জাতীয়তাবাদী পতাকার তলে দাঁড়িয়ে থেকে, যা সাইক্স ও পিকট নামের দুই ক্রুসেডারের পতাকা নামে পরিচিত!

যে প্রশ্নগুলো প্রত্যেক জিহাদের দাবীদারদের অনুসারীদের করা উচিত, তা হলঃ কেন জাওলানি ফ্রন্টের নেতৃত্ব এই দলগুলোর সাথে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছে? তাদের ক্ষেত্রে হুকুম কি হবে যারা দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে এই দলগুলো বা এর থেকে আরও খারাপ দলের সাথে একই অপারেশান কক্ষে প্রবেশ করে এবং তাদের সাথে জোট বাঁধে? এই দলগুলো কেন জনগণের সামনে বিভ্রান্ত কথাগুলি প্রকাশ করে যার অনেক গুলো কুফরী, তারপরেও জাওলানি ফ্রন্ট এই ভুলগুলো কেন এড়িয়ে যেতে থাকে এবং প্রকাশ্যে সেগুলোর সমালোচনা করে না? (এমনকি কখনও তাদের পক্ষে যুক্তি দেয়!) এবং এগুলো বাদ দিয়ে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে মিডিয়া প্রচারণা চালায়? এই অধম জাতীয়তাবাদীদের ভুলগুলোর সাথে কি দাওলাতুল ইসলামের তথাকথিত ভুলগুলোকে তুলনা করা যায়!

পরিশেষে, কি বাস্তবিক পার্থক্য থাকে হাযম ও সিরিয়া রিভলিউশনারি ফ্রন্ট (জাওলানি ফ্রন্টের প্রাক্তন দোসর) এর মধ্যে এবং আর্মি অফ 'মুজাহিদিন', জিঙ্কি, ফাস্তাকিম কামা উমিরত, দ্য অথেনটিসিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফ্রন্ট এবং 'ইসলামিক' ফ্রন্ট এর অন্যান্য দলগুলোর মধ্যে? এটা কি শুধু দাঁড়ি কত সেন্টিমিটার লম্বা সেটার পার্থক্য অথবা মুরসি ও সিসির মধ্যকার কাল্পনিক পার্থক্য, যাদের উভয়ই তাগুতের আইন দ্বারা শাসন করেছে এবং সিনাইয়ের মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে?

জাওলানি ফ্রন্ট দেখতে পাবে যে তারা মুহাজির ও আনসারদের প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তা জাওলানি ফ্রন্টের সাথে সাহওয়াতদের বিশ্বাসঘাতকতায় পরিণত হবে এবং তার কিছু ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে...

১ এই মুরতাদ সাহওয়াত দলগুলো মুসলিমদের(দাওলাতুল ইসলামের মুহাজির ও আনসারগন যাদেরকে তারা খারেজী বলে অপবাদ দেয়) হত্যা করে এবং মুশরিকদের (সিরিয়ান ন্যাশনাল কোয়ালিশান এবং সিরিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের মুরতাদগুলো যাদেরকে তারা ভাই বলে ডাকে!) কোন কিছু না বলে একাই ছেড়ে দেয়!

আব্দুল আজিজ সালামাহ- শামিয়্যাহ ফ্রন্টের নেতা

ফাইলাক আশ শাম - জাওলানী ফ্রন্টের মিত্র
এবং আরব ত্বাগুতদের দালাল
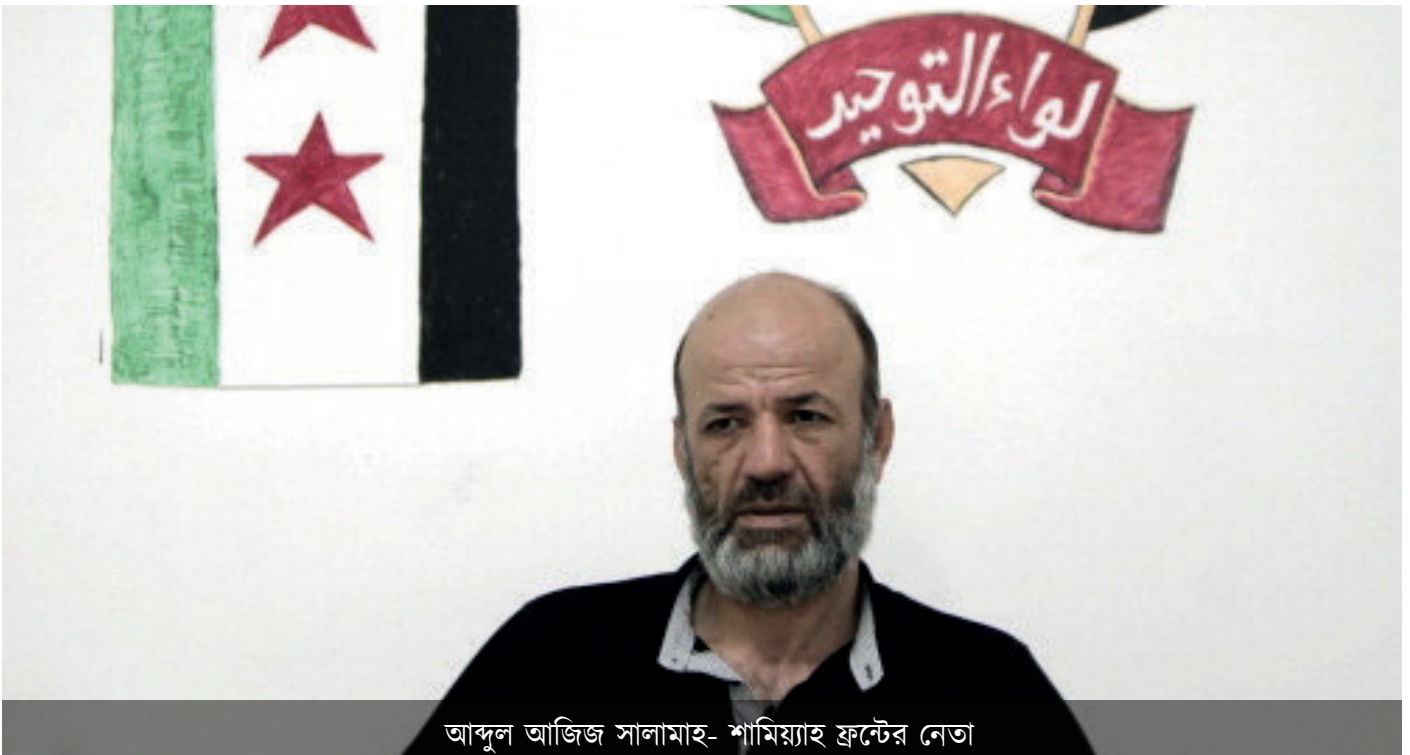
শামে আল কায়দার মিত্ররা: পর্ব ২

গত কয়েক মাসে, বেশ কিছু সংখ্যক সাহাওয়াত জোট তৈরি হয় যারা কোন না কোন ভাবে জাওলানী ফ্রন্টের সাথে মৈত্রী সম্পর্কিত অথবা সরাসরি যুক্ত। শামীয়্যাহ ফ্রন্ট তার জাতীয়তাবাদী ছোট দলগুলো সমেত দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে জাওলানী ফ্রন্টের অন্যতম পুরাতন মিত্র[১]। সাম্প্রতিক, ইদলিবে অন্য একটি জোট আত্মপ্রকাশ করেছে, যার নাম "জেইশ আল ফাতহ"। যার সদস্য দলগুলোর মধ্যে জাওলানী ফ্রন্ট এবং ফাইলাক আশ-শাম অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে, আপনারা দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জাওলানী ফ্রন্টের অন্যতম মিত্র ফাইলাক আশ-শাম কতৃক প্রকাশিত একটি আনুষ্টানিক ঘোষণাপত্র পড়বেন। এই ঘোষণাপত্র পড়ার পরে, বিষয়টা কোনভাবেই গোপন থাকা উচিৎ নয় যে, এই দল এবং তার কর্মকান্ড অত্র অঞ্চলের ত্বাওয়াগীতদের উদ্দেশ্য সাধন ছাড়া আর কিছুই নয়।

ফাইলাক আশ-শামের মুরতাদরা তাদের গোমরাহীপূর্ণ ঘোষনাপত্রে যা বলেছে:
"ফাইলাক আশ-শাম হতে একটি জরুরি বিবৃতি"
"পরম করুণাময় এবং অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি"

"সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সমগ্র জাহানের রব; এবং সালাত ও সালাম তাঁর মহান রাসূলের প্রতি। {আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর।} [আল হাজ্ব: ৪০]"

"সিরিয়ান জনগণ ও বিপ্লব এবং সৌদী রাজতন্ত্র -সরকার ও জনগণ- উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান সুগভীর একাগ্র ও ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্কের দ্বারা তাড়িত হয়ে, সৌদী রাজতন্ত্রের পাশে দাঁড়ানোর আরবী ও ইসলামী বাধ্যবাধকতার অপরিহার্য অনুসরণে, যে রাজতন্ত্র আরব এবং মুসলিমদের যাবতীয় বিষয় সমর্থনে কখনো একদিনও বিলম্ব করেনি, সর্বোপরি ইরানী সরকারের সাম্প্রদায়িক দুরভিসন্ধি প্রতিরোধে এবং উম্মাহর জন্য যে সংকট অপেক্ষা করছে তা মোকাবেলায় এহেন চরম ক্রান্তিলগ্নে উম্মাহর করণীয় সম্পর্কে আলোচনা কল্পে... "

"তাই, আমরা ফাইলাক আল শামের পক্ষ থেকে হারামাইন শরীফের সেবক বাদশাহ সালমান ইবন আবদুল আজিজ আল সৌদের নেতৃত্বে সৌদী রাজতন্ত্রের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ সহায়তা, নিরঙ্কুশ, অবিচল সমর্থন এবং পাশে দাঁড়ানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করছি, যাতে করে অহংকার মত্ত অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করা যায়, যারা পাগলের মত ইয়েমেনের পবিত্র জমিনে হানা দিয়েছিল এবং বিদেশী ঘৃণ্য, বিভক্তকারী সাফাভী চক্রান্ত অনুযায়ী পবিত্র

১ এই জোটের ব্যাপারে জানতে হলে দাবিক-৮ হতে "শামে আল কায়দার মিত্রসমূহ" দেখুন।

হারামাইনের জমিনে অনুপ্রবেশের স্পর্ধা দেখিয়েছিল। আমরা ঘোষণা করছি যে, এই গোঁড়ামিপূর্ণ অভিযানের লক্ষ্য উম্মাহকে বিভক্ত করা, শক্তি হ্রাস করে দুর্বল করা, এর সম্পদ লুণ্ঠন করা এবং মক্কা আল মুকাররামাহ ও মাদীনা আল মুনাওয়ারায় অবস্থিত মুসলিমদের পবিত্র তীর্থস্থান দখল করা। এটা এমনই গুরুতর বিষয় যা কোন পরিস্থিতিতেই বরদাশত করা যায় না। তাই আমরা ফাইলাক আল শামের বীরগণের মধ্য হতে দুই হাজার যোদ্ধ প্রস্তুত করেছি, যারা পবিত্র হারামাইনের সেবক বাদশাহ সালমান ইবন আব্দুল আজিজ আল সৌদের নির্দেশের অধীনে পবিত্র হারামাইন শরীফের জমিনের নিরাপত্তা বিধান করবে এবং ভ্রাতৃপ্রতীম ইয়েমেন হতে উম্মাহর শত্রু ইরানী মদদপুষ্ট সশস্ত্র বাহিনীকে পরাজিত করে বিতাড়িত করবে। হক্ব সমর্থনের জন্য এবং যারা বিপ্লবের সময় সিরিয়ান জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছিল, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমরা এরূপ করছি। আমরা মুসলিমদের পবিত্র তীর্থস্থান রক্ষা করতে শামের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মধ্য থেকে দুই হাজার যোদ্ধ নিবেদন করছি। ও.আই.সি –ভুক্ত রাষ্ট্র সমূহের নিকট আমরা আবেদন করছি, এই সাফাভী চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য এবং যারা আমাদের পবিত্রতা ও পবিত্র স্থানে সীমালঙ্ঘনের অনুমোদন দেয়, যেকোন প্রচেষ্টায় তাদের প্রতিহত করার জন্য। বস্তুত ইরানের ঔদ্ধত্য এবং এর লেজুরবৃত্তি দৃঢ় প্রত্যয়[২] ছাড়া প্রতিহত হবে না এবং প্রত্যয়ের ভাষা ব্যতীত তা নিবৃত্ত হবে না। এটাই আমরা সর্বশক্তি ও প্রতিজ্ঞা নিয়ে পালন করছি এবং এ ব্যাপারে আমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট বিজয় ও দৃঢ়তা চাই।"

"{আমার রাসূল ও বান্দাগণের ব্যাপারে আমার এই বাক্য সত্য হয়েছে যে, অবশ্যই তারা সাহায্য প্রাপ্ত হয়। আর আমার বাহিনীই হয় বিজয়ী।} [আস-সাফফাত:১৭১-১৭৩]"

"এবং আমাদের সর্বশেষ আহ্বান হলো, সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সৃষ্টিকূলের প্রতিপালক।"

"ফাইলাক আশ শাম"
"২৫ রজব ১৪৩৬/ ১৪ই মে ২০১৫"
এখানে তাদের গোমরাহ ঘোষণাপত্রের সমাপ্তি।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যখন মুরতাদরা (ত্বাগুত এবং রাফিদাহ) একে অন্যের সাথে লড়াই করে, তখন মুসলিমদের জন্য এক পক্ষের হয়ে অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করা বৈধ নয়। আল্লাহ তায়াল বলেন, {যারা ঈমানদার তারা জিহাদ করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফির তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে, সুতরাং তোমরা জিহাদ করতে থাক } [আল-নিসা: ৭৬] সুতরাং কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় রাফিদা নেতৃত্বের অধীনে আল সালুলের বিরুদ্ধে লড়াই করা কিংবা আল সালুলের নেতৃত্বে হাউথীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। যদি সে ত্বাগুত নেতৃত্বের অধীনে কাফির প্রশাসন রক্ষাকল্পে লড়াই করে, তবে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। তাই সকল মুসলিমের জানা উচিৎ যে, মুরতাদরা যখন একে অন্যের সাথে লড়ায়ে অবতীর্ণ হয়, তখন তার পক্ষ হতে তাদের বিরুদ্ধে বারাহ (বিচ্ছিন্নতা) ঘোষণা করা উচিৎ এবং যদি সক্ষম হয়- আল্লাহর রাহে উভয়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য।

এ ধরনের গোমরাহ ঘোষণাপত্র প্রকাশের নেপথ্য কারণ হল ত্বাগুতদের সাহায্য সহযোগিতার ওপর তাদের নির্ভরশীলতা। প্রথমত, ত্বাগুতরা তাদের আপাত 'নির্দোষ', 'নিঃশর্ত' সহায়তার ফাঁদ ফেলে, যাতে করে তারা ক্রমশঃ আপোষ-রফা করে, পরিশেষে যা মারাত্মক রিদ্দায় (ধর্মত্যাগ) পর্যবসিত হয়।

তাই জিহাদের দাবীদার জাওলানী ফ্রন্ট কি কখনো তাদের মিত্র আল সালুলের নির্লজ্জ সেবকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে? কিংবা মারাত্মক ধর্মত্যাগী বক্তব্যের জন্য কি তারা সীমাহীন অজুহাত তৈরী করে রেখেছে? আল সালুল এখন প্রকাশ্যে ইদলিবের কিয়দংশ, হালাব এবং সাধারণভাবে শাম, এইসব "সৈন্যবাহিনী" – তথা জাহরান আল্লুশ এবং ভ্রাতৃপ্রতীম "ইসলামিক ফ্রন্ট" এর মাধ্যমে দখল করে আছে। সবচেয়ে জঘন্য ব্যাপার হল, "জাইশ আল ফাতহ" এর উপদলগুলোকে "আহলুস সুন্নাহ" এবং "সত্যবাদী মুজাহিদিন" হিসেবে জাওলানীর সাম্প্রতিক বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ যেন শামে আল কায়দার মুনাফিক ও মুরতাদ মিত্রদের স্বরূপ উন্মোচন করেন।[৩]

---

২ সম্পাদকের মন্তব্য: এইখানে 'প্রত্যয়' (Resolve) শব্দের ব্যবহার আল সালুলের ঘোষিত "প্রত্যয়ের ঝড়" (Storm of Resolve) প্রবন্ধ নির্দেশ করে।

৩ হিযবিয়্যাহ এবং ইরজাই হচ্ছে সে কারণ, যা সিরিয়ান 'আল কায়দা'কে এসব মুরতাদ গোষ্ঠীদের মুহাজিরিন এবং আল আনসারের বিরুদ্ধে সহায়তা প্রদানকে অনুমোদন করে। "হিযবিয়্যাহ এবং ধূসর অঞ্চল" পৃষ্ঠা ৬২-৬৬, দাবিক #৭, "জিহাদের দাবীদারদের ইরজা" পৃষ্ঠা ৫২-৫৬, দাবিক #৮, প্রবন্ধ দুটি পড়ে দেখুন, কিভাবে জিহাদের দাবীদাররা পথভ্রষ্ট হয় এবং তা তাদের অন্ধকার পথে পরিচালিত করে।

মুরতাদ জাহরান 'আল্লুশ
সে গণতন্ত্রের আহ্বান করে

শুক্রবার ২ রবিউল আওয়াল ১৪৩৫ হিজরি (৩ জানুয়ারি ২০১৪) সিরিয়ার সাহওয়াতরা দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে যখন তাদের নেতারা তাদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য মিলিত হয়। প্রথম পদক্ষেপটি নেয় "জায়েশ আল মুজাহিদিন" এবং (জামাল মারুফের) "জাবহাত থুওয়ার সুরিয়া" । অতঃপর "ইসলামিক ফ্রন্ট" ও জাওলানি ফ্রন্ট। সাহওয়াতের শুরু থেকে জাওলানি ফ্রন্টের বড় বন্ধু ছিল ইসলামিক ফ্রন্ট যার কম্যান্ডার জাহরান 'আল্লুশ।

শাবান মাসে সাহওয়াত নেতাদের পছন্দের ঘাঁটি তুরস্কে ক্রুসেডার মেকক্লাথি জাহরান 'আল্লুশের সাক্ষাৎকার নেয়। নিচের লিখাগুলো হচ্ছে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের লিখা সাক্ষাৎকারটির সারাংশ:

"ইসলামি বিদ্রোহীদের নেতার আমেরিকান মিডিয়াকে দেয়া প্রথম সাক্ষাতকারটি ছিল বাগাড়ম্বরপূর্ণ"।

"আমেরিকান মিডিয়াকে দেওয়া প্রথম সাক্ষাৎকারে 'আল্লুশ ছিলেন সুকৌশলী"।

"দামেস্ক থেকে ক্ষমতাসীন আলাভী গোত্রকে বের করে দেবার সিদ্ধান্ত থেকে তিনি সরে এসেছেন। সাক্ষাৎকারে তিনি তাদের 'সিরিয়ার অংশ' হিসেবে বর্ণনা করেন এবং যাদের হাত রক্তে রঞ্জিত কেবল তাদেরকেই দোষী করা হবে বলেন"।

"ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার দাবিকেও তিনি বাতিল করে দেন। তিনি বলেন কেবল সিরিয়াবাসীরাই সিদ্ধান্ত নিবে কি রকম রাষ্ট্র তারা চায়"।

"আমরা এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই যেখানে আমাদের অধিকারগুলো পূর্ণ হবে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নিদের উপর বৈষম্যেরও তিনি নিন্দা করেন। এরপর তিনি বলেন মানুষই সিদ্ধান্ত নিবে তারা কেমন রাষ্ট্র চায়। তিনি বলেন তিনি একটি টেকনোক্রেটিক[১] ও দায়িত্বশীল সরকার চান"।

"আগের অবস্থান থেকে সরে আসার কারণ মেকক্লাথি জানতে চাইলে 'আল্লুশ বলেন, তার আগের বক্তব্যটি ছিল গ্বুতাতে তার বাস করার কারণে, যেখানে দুই বছর আগে একটি বিষাক্ত হামলায় শত শত মানুষ মারা যায়"।

"আমরা আক্রমণের মুখে আছি। আমরা সবাই মনস্তাত্ত্বিক চাপের মধ্যে আছি। যখন আমি জেলে ছিলাম আর জেলার কারাবন্দীদের উপর নির্যাতন করত, অতঃপর সে চলে গেলে কারাবন্দীরা পরস্পর ঝগড়া ও মারামারি করত, তিনি বলেন"।

তার মুখপাত্র, ইসলাম 'আল্লুশ বলেন, তিনি গ্বুতাতে যে বক্তব্য দিয়েছিলেন তা কেবল অভ্যন্তরীণ ঘটনার জন্য, সৈন্যদের পরস্পর মুখোমুখি দাড় করাবার জন্য, মৌলবাদী ইসলামি শক্তির বিপক্ষে, যেমন দাওলাতুল ইসলাম। 'অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বক্তব্য আছে। 'অভ্যন্তরীণ বক্তব্য আমাদের সন্তানদের দাওলাতুল ইসলামে প্রবেশ রোধ করার জন্য'।

'জাহরান কি তার চিন্তা পরিবর্তন করলেন?' এটা খুব ভাল

১ তা গণতন্ত্রেরই আরেক আধুনিকায়িত রূপ, যার মধ্যে "আধুনিক পশ্চিমা উদার গণতন্ত্রের" অনেক বৈশিষ্ট্য বিদ্ধমান।

প্রশ্ন বলেন জসুয়া লেন্ডিস, ইউনিভার্সিটি অব অকলোহমার একজন সিরিয়ান এক্সপার্ট যিনি ‘আল্লুশ সম্পর্কে লিখেছেন।

‘আল্লুশ ও তার সৈন্যরা বেশি কৌশলী হয়ে পরেছেন, তিনি বলেন, কমান্ডারের মুখপাত্রের সাথে টুইটারে কথা বলার পরে।

‘প্রত্যেকেই এটা জানে যে সরকার খুব দুর্বল ও পতন হওয়ার মুখে’, বলেন বাসাম বারাবান্দী, একজন সিরিয়ান কূটনীতিক যিনি ওয়াশিংটনে থাকেন। ‘এবং প্রত্যেক বড় খেলোয়াড়ই পশ্চিম ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে চাইছেন’।

“জাহরান বিজয়ী পক্ষে থাকতে চাইছেন”, তিনি বলেন।

লেন্ডিস বলেন, ‘আল্লুশ সেখানে থাকবেন। ‘তিনি একজন বিজয়ী হবেন’, তিনি বলেন। ‘আল্লুশের জেইশ আল-ইসলাম আর অন্যান্য ইসলামিক গ্রুপ, ‘শক্ত সামর্থ্য দেশপ্রেমিক’ ... শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করবেন।

“নিজেকে নতুনভাবে উত্থাপন করাও ‘আল্লুশের ইস্তাম্বুলে আসার আরেকটি কারণ, যেখানে তার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। অতঃপর তিনি জর্ডানে যান, যেখানে তিনি অন্যান্য বিদ্রোহী নেতা ও তাদের আন্তর্জাতিক সাহায্যদাতাদের সাথে আলোচনায় বসেন যারা দক্ষিণ সিরিয়ায় যুদ্ধ পরিচালনা করছে। তার যোদ্ধাদের অস্ত্র দরকার”।

মেকক্লারথির সাথে আলোচনায় তিনি প্রচলিত ধারাই সমর্থন করেন। “যদি আমরা সরকার উৎখাতে সমর্থ হই, তবে আমরা সিরিয়ার মানুষের উপরই ছেড়ে দিব কেমন রাষ্ট্র তারা চায়’, তিনি বলেন। আর সংখ্যালঘুদের সাথে একত্রে থাকার ব্যাপারে, এভাবেই তো আমরা সিরিয়ায় শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকেছি। আমরা সংখ্যালঘুদের উপরে আমাদের ক্ষমতা বা তাদের দমিয়ে রাখতে চাই না । বরঞ্চ আমরা সরকারের সাথে যুদ্ধ করছি এই জন্যই যে যুগ যুগ ধরে সিরিয়ার শাসনক্ষমতায় থাকাকালীন তারা সংখ্যাগরিষ্ঠদের উপরে বৈষম্য করছে।

“আরেকটি সূত্র জানায়, ‘আল্লুশ তার ইমেজ উজ্জ্বল করার জন্য ইসলামের সাদা- কাল পতাকা পরিহার করে অন্যান্য বিদ্রোহীদের ব্যাবহার করা সিরিয়ার পতাকা ব্যাবহারে রাজি হয়েছেন”।

“জাহরান বলেন, জেইশ আল-ইসলামের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে সিরিয়ায় ওবামা প্রশাসনের বিশেষ দূত ড্যানিয়েল রুবিনস্টেইনের সাথে, স্টেট ডিপার্টমেন্টও যার সত্যতা স্বীকার করে।”

এই হচ্ছে ‘আল্লুশের মিত্রদের কথা। সারাংশ হচ্ছে এইঃ সে নিজের চেতনায় বিশ্বাসী, যা গণতন্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর। সে ধর্মের স্বাধীনতায় ও সকল ধর্মের সহাবস্থানে বিশ্বাসী, যা ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি। ধর্মের মূলনীতির ব্যাপারে সে উদারমনা, ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেডে যোগ দেবার জন্য সে ইহুদী নেতাদের সাথে সাক্ষাত করে, সে সাহায্য পাবার আশায় ধর্মনিরপেক্ষ জাহিলিয়াতের ব্যানার তুলে ধরে। এবং তারপর ‘আল্লুশ হচ্ছে সিরিয়ায় আল-কায়েদার (জাওলানি ফ্রন্ট) একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, জেইশ আল-ইসলাম থেকে প্রকাশিত অফিসিয়াল সাক্ষাৎকারে সে খোলামেলা ভাবেই জাওলানি ও আল- হারারির (জাওলানি ফ্রন্টের আরেক নেতা) প্রশংসা করে। আল- হারারিও ইন্টারনেট টুইটে তার প্রশংসা করে।

এই সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে ও তার বহু আগে যখন দাওলাতুল ইসলাম শামে বিস্তৃত হচ্ছিল, তখন থেকেই জিহাদিরা জাহরান ‘আল্লুশের এই বিচ্যুতি সম্পর্কে অবহিত

ইহুদী কূটনীতিক ড্যানিয়েল রুবিনস্টেইন
'আল্লুশের মিত্র

ছিলেন। তারপরও জাওলানি ফ্রন্ট দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ‘আল্লুশের ইসলামিক ফ্রন্টকে সমর্থন করে।[২]

এই সাক্ষাৎকারের পরেই জাওলানি ফ্রন্টের মিত্ররা এক ঘোষণায় জাওলানি ফ্রন্ট কর্তৃক শাবান মাসে কাল্ব লাওজাহ গ্রামে বিশের অধিক মুরতাদ দ্রুজকে হত্যার জন্য নিন্দা জানায়। যদিও তার কিছুদিন আগেই জাওলানি কাতারি তাগুত চ্যানেল আল জাজিরায় এক সাক্ষাৎকারে প্রতিজ্ঞা করেছিলো যে সে তাদের কোন ক্ষতি করবে না আর এই একই মূলনীতি যাওয়াহিরির জিহাদি কাজের জন্য সাধারণ

২ জাওলানির শুরা কাউন্সিলের একজন সাবেক সদস্য দাবিককে জানান যে, যখন যাওয়াহিরি জাওলানিকে মুরতাদ ইসলামিক ফ্রন্টের সাথে যোগ দিতে বলে, তখন সে তা অস্বীকার করে কারণ, যাওয়াহিরি জানেন না ভিতরে কি হচ্ছে। যখন জাওলানিকে আহরার আশ শামের নেতৃত্ব বাধ্য করে যাওয়াহিরির কথা মেনে নিতে তখন তিনি চুক্তির শর্ত হিসেবে বলেন যে জাহরান ‘আল্লুশকে ইসলামিক ফ্রন্টের নেতৃত্ব ছেড়ে দিতে হবে, যদিও সে সাহওয়াতের শুরু থেকে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ‘আল্লুশের ইসলামিক ফ্রন্টকে সাহায্য করে আসছে।

জঘন্য দ্রুজ, জাওলানি ফ্রন্টের জিম্মায় থাকা এক মুরতাদ সম্প্রদায়

নীতিতেও রয়েছে। "প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা"য় জাওয়াহিরি এই কথা বলে। "চতুর্থঃ গোমরাহ দল সমূহ যেমন রাফিদা, ইসমাইলিয়্যাহ, কাদিয়ানী, আর গোমরাহ সুফিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না যতক্ষণ না তারা আহলুস সুন্নাহর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। আর যদি তারা আহলুস সুন্নাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে কেবল যুদ্ধরতদের বিরুদ্ধে লড়াই হবে যা একান্তই আত্মরক্ষামূলক। এইসব গোত্রের যারা যুদ্ধ করবে না, তাদের পরিবারবর্গ, উপাসনার স্থান, উৎসব কিংবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে হামলা করা যাবে না। তাদের মিথ্যা তরীকা, গোমরাহীপূর্ণ রীতি-নীতি প্রকাশ করা চালিয়ে যেতে হবে। আর যেসব স্থানে মুজাহিদদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে সেসব স্থানে ঐসব গোত্রকে দাওয়াতের পরে হিকমাহ সম্পন্ন আচরণ করতে হবে। জ্ঞান বাড়াতে হবে, দ্বিধা দূর করতে হবে, সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করতে হবে এমনভাবে যেন বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষা পায় যেমন মুজাহিদরা [উক্ত এলাকা থেকে] বিতাড়িত না হয়, কিংবা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অথবা ফিতনাহ সৃষ্টি না হয় যাতে শত্রুরা এর মাধ্যমে ঐ অঞ্চল দখল করতে পারে"। এর মাধ্যমেই জাওয়াহিরি তার বক্তব্য শেষ করেন।

জাওলানি তার সাক্ষাৎকারে বলে, "বর্তমানে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত নই, যারা আমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত নয়। এখানে কিছু দ্রুজ গ্রাম রয়েছে যারা বাসার আল-আসাদকে সমর্থন করে না, যুদ্ধও করে না। তারা মুক্তাঞ্চলে বাস করে, কেউ তাদের কোন ক্ষতি করে না"। যখন সাক্ষাৎকারের উপস্থাপক জিজ্ঞেস করে, "তবে কি আপনি তাদের গ্রামে আক্রমণ করেন নি, বাড়িঘর ধ্বংস করেন নি, তাদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন নি, উপাসনালয় ধ্বংস করেন নি, কিছুই করেন নি এ পর্যন্ত? তখন সে বলে, "না, একেবারেই না, একদমই নয়। ... আর তাদের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের ব্যাপারে বলবো, তা কখনই হয় নি"।

তারা দুজনই দ্রুজদের বিরুদ্ধে জিহাদকে পরিত্যাগ করতে বলে।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ)-কে একবার নুসাইরী এবং দ্রুজদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় । তিনি বলেন, "সকল মুসলিমদের মতে দ্রুজ আর নুসাইরীরা হচ্ছে কাফির। না তাদের জবাইকৃত পশুর মাংস খাওয়া যাবে, না তাদের মেয়েদের বিয়ে করা যাবে। তাদের কাছ থেকে জিযিয়া নেওয়া যাবে না কারণ তারা ইসলাম পরিত্যাগকারি মুরতাদ, না মুসলিম, না ইহুদী, না খ্রিস্টান। তারা না দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে বাধ্যতামূলক মনে করে, না রমজানে রোযা রাখা, না হজ্জ পালন করা, না যা আল্লাহ ও তার রাসূল নিষেধ করেছেন যেমন মৃত পশু কিংবা মদ, আরও অনেক কিছু। আর সকল মুসলিমদের মতে তারা যদি দুটো সাক্ষ্যও দেয় [আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল], পাশাপাশি তাদের ভ্রান্ত মতবাদ চালিয়ে যায় তবেও তারা কাফির... আর দ্রুজদের ব্যাপারে তারা হচ্ছে হাসতাকিম আদ দারজির অনুসারী, যিনি ছিলেন আল হাকিমের অনুসারী (একজন মুরতাদ উবায়দী শাসক)। আল হাকিম তাঁকে তায়মুল্লাহ ইবনে তালবাহ উপত্যকার মানুষের কাছে প্রেরণ করে তাকে ঈশ্বর হিসেবে বিশ্বাস করানোর জন্য। তারা তাকে বলত 'সর্বজ্ঞানী, স্রষ্টা' আর তার নামে শপথ করত। তারা

এসেছে ইসমাইলিয়্যাহ গোত্র থেকে যারা মনে করে মোহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল, মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর শারীয়াহ বাতিল করে দিয়েছে। তারা শিয়াদের থেকেও খারাপ কাফির। তারা মনে করে পৃথিবী কখনো ধ্বংস হবে না এবং ইসলামের আদেশ- নিষেধকে তারা অস্বীকার করে । তারা বাতিনি কারামিতাহ গোত্র থেকে এসেছে [যারা বলে কুরআনের একটি গোপন অর্থ আছে যা প্রকাশিত অর্থ থেকে আলাদা] যারা ইহুদী, খ্রিষ্টান বা মুশরিক আরবদের থেকেও খারাপ কাফির। তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে এরিস্টটল ও তার মত কিংবা মাজুসের মত দার্শনিক হতে। তাদের মতবাদ হচ্ছে দার্শনিক ও মাজুসদের মতবাদের একটি মিশ্রণ। তারা মুনাফিকদের মত শিয়া মতবাদ প্রচার করে"। [মাজমু আল ফতোয়া]

তিনি রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন, এই লোকদের কুফরি এমন যাতে মুসলিমরা কখনো দ্বিমত পোষণ করেন নি। বরঞ্চ যে তাদের কুফরি সম্পর্কে অবিশ্বাস করে সেও কাফির। তারা না আহলে কিতাব না মুশরিক। বরং তারা সর্বাধিক গোমরাহ কাফির, তাই তারা যে পশু জবাই করে তার মাংস হালাল নয়। তাদের নারীদের দাসী আর তাদের সম্পত্তি অধিকার করা যায়। তারা মুরতাদ খারেজি যাদের তাওবাহ কখনো গ্রহণযোগ্য নয়।[৩] তাদেরকে যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে হত্যা করতে হবে ও নির্ধারিত নিয়মে অভিশাপ দিতে হবে। তাদেরকে প্রহরী, রক্ষক বা জিম্মাদার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। তাদের আলেম ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে হত্যা করতে হবে। তাদের বাড়িতে ঘুমানো যাবে না, তাদের সাথে থাকা যাবে না, চলা যাবে না, তাদের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া যাবে না। তাদের উপরে হুদুদ কায়েম না করে আল্লাহর শারীয়াহ অগ্রাহ্য করা মুসলিম কর্তৃপক্ষের জন্য নিষিদ্ধ"। [মাজমু আল ফতওয়া]

বাতিনিয়াহদের (যাদের মধ্যে দ্রুজরাও রয়েছে) ব্যাপারে তিনি (রাহিমাহুল্লাহ) আরও বলেন, যদি তাদের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়া যায় তবে তারা তাওবাহর লক্ষণ প্রকাশ করে কারণ তাদের মতবাদের মূলভিত্তি হচ্ছে তাক্বিয়্যাহ (নিজেদের বিশ্বাসকে গোপন রাখার স্বার্থে মিথ্যা বলা) এবং তাদের প্রকৃত অবস্থা গোপন। কাওকে চেনা যাবে আবার কাওকে চেনা যাবে না। তাই তাদের সাথে সতর্কতার সাথে চলতে হবে। তাদেরকে একসাথে থাকতে দেয়া যাবে না, অস্ত্র বহন করতে দেয়া যাবে না, তাদের মধ্য থেকে সৈন্য বানানো যাবে না। তাদেরকে ইসলামের বিধান মানার ক্ষেত্রে জোর করতে হবে, যেমন দিনে পাঁচবার সালাত আদায় করা ও কুরআন তিলাওয়াত করা। তাদের মধ্যে এমন কিছু মানুষ থাকবে যারা তাদের ইসলামের বিধান শিক্ষা দিবে ও তারা সেই শিক্ষকদের সাথে থাকবে। আর তাদের নেতাদের মধ্যে যারা তাওবাহর লক্ষণ দেখাবে তাদেরকে তাদের ভূমি থেকে উৎখাত করা হবে ও মুসলিমদের মূল ভূখণ্ডে নিয়ে আসা হবে যেখানে এই গোত্রের কোন প্রাধান্য নেই যাতে হয় আল্লাহ তাকে হেদায়াত দেন অথবা সে মুসলিমদের কোন ক্ষতি না করে মুনাফিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে"। [মাজমু আল ফতওয়া] [৪]

এই হচ্ছে দ্রুজদের ব্যাপারে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ'র ফাতওয়া যে, তাদেরকে আহলুজ জিম্মা মনে করা যাবে না, কারণ তারা ইহুদী বা খ্রিষ্টানদের চেয়ে খারাপ, আর তারা যদি তাওবাহ করে এবং ইসলাম গ্রহণও করে সেক্ষেত্রে মুসলিম কর্তৃপক্ষের তাদের ব্যাপারে সাবধানী হতে হবে যেহেতু তারা তাক্বিয়্যাহ করতে পারে আর তাই তাদের ক্ষেত্রে সেরূপ পদক্ষেপ নিতে হবে। তাহলে চিন্তা করুন তাওবাহ না করলে কি করতে হতে পারে! বাতিনিয়াহদের (দ্রুজ ও নুসাইরীরা যার অন্তর্ভুক্ত) সর্বাধিক কুফরির ব্যাপারে ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অন্যান্য কাফিরদের (ক্রুসেডার ও তাতার) সাহায্য করার ব্যাপারে আরেকটি ফতওয়ায় তিনি বলেন, "অন্য সব কাফির জাতির (যেমন তাতার কিংবা ক্রুসেডার যেমন ফ্রেঞ্চ যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত) চেয়ে মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মাহর সর্বাধিক ক্ষতি হয়েছে তাদের দ্বারা। এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে এইসব মানুষদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও তাদের বিরুদ্ধে হুদুদ কায়েম করা সবচেয়ে বড় (আল্লাহর) আনুগত্য এবং অত্যাবশ্যক কাজ।

এটি মুশরিক কিংবা আহলে কিতাবের মধ্যে যারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করছে না তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের চেয়ে উত্তম, কারণ এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদের মধ্যে পড়ে। আস-সিদ্দিক ও তার সাথীগণ মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেছিলেন আহলে কিতাবের কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করার পূর্বে। তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ মুসলিম ভূমির যে অংশটি দখল হয়ে গিয়েছে তাকে রক্ষা করে এবং যে কেউ মুসলিম ভূমিতে প্রবেশ করতে চায় সে আর সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। আর মুশরিক ও আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করে নি, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মানে ধর্মকে আরও বেশি প্রকাশ করা। সম্পদ দখল করার চেয়ে রক্ষা করার গুরুত্ব বেশি। আর অন্যদের চেয়ে তারা

৩ বাতিনিয়াহদের (যার মধ্যে দ্রুজরাও রয়েছে) তাওবাহ মুসলিম কর্তৃপক্ষ কবুল করতে পারবে কিনা এব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন, যদি তাদের মধ্যে তওবা করার লক্ষণ প্রকাশ পায় তবে তাওবাহ কবুল করা যাবে কিনা এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাওবাহ কবুল করার পক্ষে যারা রয়েছেন তারা বলেন দ্রুজরা ইসলামের শারীয়াহ মেনে চললে তারা তাদের সম্পত্তি নিজেদের কাছে রাখতে পারবে। তাওবাহ কবুল করার বিপক্ষে যারা রয়েছেন তারা বলেন দ্রুজদের সম্পত্তি তাদের নিকটাত্মীয় নয় বরং বায়তুল মালে জমা হবে। [মাজমু আল ফতওয়া]

৪ আর ঐসকল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যাদের মধ্যে মুরতাদ থেকে তওবা করার ফলে ও দ্বীনি শিক্ষা লাভের ফলে সততা, ন্যায়নিষ্ঠতা ও দ্বীন পালনের ব্যাপারে প্রবল আগ্রহ দেখা যায় তাহলে আল্লাহ ভালো জানেন, উদাহরণস্বরূপ তুলাইহাহ আল আসাদি এর ঘটনা যিনি খলিফা আস-সিদ্দিকের সময়ে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবি করেন ও পরে তওবাহ করেন এবং কাদেসিয়া ও নাহওয়ানদে পারস্যের বিপক্ষে যুদ্ধ করেন ও শাহাদাত বরণ করেন খলিফা আল ফারুকের সময়ে। তার জীবনী দেখুন 'সিয়ার আলম আন নুবালা' তে।

মুসলিমদের বেশি ক্ষতি করেছে। বরং তাদের ক্ষতিটা হচ্ছে মুশরিক ও আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা মুসলিমদের ক্ষতি করেছে তাদের মতই। বরং ধর্মের প্রতি তাদের ক্ষতি মুশরিক ও আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা যুদ্ধ করেছে তাদের ক্ষতির চেয়েও বেশি। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উপরে এটা বাধ্যতামূলক তার সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। তাদের সম্পর্কে যতটুকু জানে কোন কিছুই গোপন করা নাজায়েজ। বরং সে সেটা সবার সামনে প্রকাশ করবে যাতে প্রত্যেক মুসলিম তাদের প্রকৃত অবস্থা জানতে পারে। তাদের সেনাবাহিনী বা রাষ্ট্রের কর্মচারীদের মধ্যে রাখার জন্য সহযোগিতা করার অধিকারও কারো নেই। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের ব্যাপারে যে নির্দেশ দিয়েছেন সে ব্যাপারে চুপ থাকার অধিকারও কারো নেই। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের ব্যাপারে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা রোধ করবার অধিকারও কারো নেই। এটা হচ্ছে ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করা এবং কেবল আল্লাহ তায়ালার জন্যই জিহাদের একটি বড় দরজা"। (মাজমু আল ফতওয়া)

জাওলানি ফ্রন্টের দ্রুজ গোত্রের প্রতি উপরোক্ত ঘটনার নিন্দা জানিয়ে তাদের মিত্ররা একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করে। নিচে তাদের বিবৃতি প্রকাশ করা হলঃ

"কালব লাওজাহ গ্রামের মানুষের উপরে ঘটে যাওয়া হৃদয় বিদারক ঘটনার ব্যাপারে বিবৃতি"

"আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুদসি হাদিসে বলেন, "আমি তোমাদের জন্য জুলুমকে হারাম করেছি এবং তোমাদের জন্য তা অবৈধ করেছি, সুতরাং জুলুম করো না। এটি মুসলিম থেকে বর্ণিত"।

"আমাদের নিপীড়িত জাতি গভীর দুঃখের সাথে মুক্ত ইদলিব প্রদেশের কালব লাওজাহ গ্রামে দ্রুজ গোত্রের সন্তানদের উপরে ঘটে যাওয়া দুঃখজনক ঘটনার কথা শুনেছে, যাদের ব্যাপারে উত্তর সিরিয়া সাক্ষ্য দিচ্ছে যে তারা সিরিয়ার বিপ্লবে একটি উত্তম ও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছেন এবং ইদলিব প্রদেশের সর্বত্র থেকে আসা তাদের দেশের শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে, যারা আসাদ সরকারের অত্যাচার ও বিমান হামলার কারণে তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল"।

"ঐ জোটগুলো যারা এই ঘটনায় দুঃখিত ছিল তারা দ্রুত তাদের ভাই হারাকাত আস শাম আল ইসলামিয়ার মাধ্যমে একটি অফিসিয়াল প্রতিনিধি দল পাঠান যেহেতু তারা এই এলাকার কাছেই অবস্থান করে। ঐ প্রতিনিধিদল ঐ গ্রামের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাত করে ঘটনা তদন্তের এবং শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনার জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়"।

"যা ঘটেছে এতে পুরো জাতির সাথে সামরিক বিপ্লবী

ইহুদী রাষ্ট্রের সুরক্ষায় থাকা দ্রুজরা

আলজাজিরার সাথে দেয়া একটি সাক্ষাৎকারে বিশ্ববাসীকে নিশ্চয়তা প্রদান করে যে তারা মুরতাদ দ্রুজদের কোন ক্ষতি সাধন করবে না

জোটগুলোও ব্যথিত ও শোকাহত। নিম্নোক্ত ব্যাপারটি আমরা পুনরায় ব্যক্ত করছিঃ

"আমরা এই বেদনাদায়ক ঘটনার নিন্দা জানাই যা আমাদের ব্যথাকে বাড়িয়ে তুলেছে যেহেতু আমরা দেখছি কিভাবে সিরিয়ার বিভিন্ন অংশে অপরাধী সরকার আমাদের জাতির উপরে বোমা ফেলছে।"

"কালব লাওজাহ গ্রামে যা হয়েছে তা আমাদের সত্য ধর্মের শিক্ষার বিপরীত, যা আমাদেরকে শিখায় মানুষের উপর নিপীড়ন বন্ধ করতে এবং কারণ ছাড়া গোত্র বা জাতিগত রক্তপাত বন্ধ করতে। মুক্ত অঞ্চলগুলোতে যাতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে এজন্য আমরা অন্য গোত্রগুলোর সাথে বসে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিব। যারা জড়িত তাদের সকলকেই আমরা একটি নিরপেক্ষ শারীয়াহ কোর্টের মুখোমুখি করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি"।

"আমরা আমাদের জাতির সন্তানদের এটাই বলতে চাই যে, আপনাদের রক্ষা ও নিরাপত্তা দিতে যা করা দরকার আমরা তার সবই করব। এটা আমরা করব আমাদের বিশুদ্ধ ধর্মের আদেশ পালনের জন্যই। আমাদের অস্ত্র কারো দিকে তাক করা হবে না কেবলমাত্র সরকার, দায়েস ও তাদের মিত্রদের মধ্যে যারা জাতির বিরুদ্ধে সন্ত্রাস করেছে ও অপরাধ সাধন করেছে"।

"শামিয়্যাহ ফ্রন্ট" এবং "ইসলামিক ফ্রন্ট", এই দুই দল একে অপরের মিত্র এবং উভয়েই দ্রুজদের হত্যার নিন্দা জানায়

"আমরা সকল পক্ষের কাছ থেকে যুক্তি, সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধনকে গুরুত্ব দেওয়া, শারীয়াহ ও মহান বিপ্লবের নীতিগুলো কথায় ও কাজে মেনে চলাটা আশা করি, কারণ বিপ্লব হচ্ছে জাতির বিপ্লব এবং এটা আল্লাহর ইচ্ছায় চলতে থাকবে। সুতরাং যেই এই বরকতময় বহরে যুক্ত হয়নি, ঘটনাগুলো তাকে অতিক্রম করবে এবং মহান সিরিয়ার জনগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করবে।"

"এতে স্বাক্ষর করেছেনঃ ১.আল ইত্তিহাদ আল-ইসলামি লি আজনাদ আস-শাম- ২. কাতাইব থুওয়ার আশ-শাম, ৩. হারকাত আহরার আশ-শাম ৪. আল জাবহাহ আশ-শামিয়াহ- ৫.তাজাম্মু ফাস্তাকিম কামা উমিরত।"

"শুক্রবার, ২৫ শাবান ১৪৩৬ হিজরি; ইংরেজিঃ ১২ জুন ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ"

কয়েক ঘণ্টা পরে জাওলানি ফ্রন্ট একটি বিবৃতি প্রকাশ করে যা তাদের মিত্রদের অনুভূতিরই প্রতিফলন করে। এটা শুরু হয় এভাবেঃ

"ইদলিবের গ্রামাঞ্চল কালব লাওজাহ গ্রামে যা ঘটেছিল তার উপর বিবৃতি"

"সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি নিপীড়নকে নিষিদ্ধ করেছেন এবং তাঁর বান্দাদের জন্য একে হারাম

করেছেন। শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম) এর উপর যিনি বলেন, 'নিপীড়নের ব্যাপারে সাবধান হও। কারণ নিপীড়ন হচ্ছে শেষ বিচারের দিনের অন্ধকার'। শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক সাহাবীদের প্রতিও এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছেন। অতঃপর-

"জাবহাত আল নুসরা গভীর দুঃখের সাথে ২৩ শাবান ১৪৩৬ হিজরি, ইংরেজি ১০ জুন ২০১৫ ইদলিবের গ্রামাঞ্চল কালব লাওজাহ গ্রামে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি জানতে পারে যেখানে জাবহাত আল নুসরার কয়েকজন সদস্য তাদের নেতাদের পরামর্শ ছাড়াই গ্রুপের মূলনীতি বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়। ঘটনাটি ঘটার সাথে সাথে জাবহাত আল নুসরার কিছু প্রতিনিধি ঐ ঘটনা অনুসন্ধানে যান এবং গ্রামের লোকদেরকে আশ্বস্ত করেন যে যা ঘটেছে তা ছিল একটা ভুল ও তা নেতাদের অগোচরে ঘটেছে। এই গ্রাম ও তার জনগণ আমাদের অঞ্চলসমূহে নিরাপদে থাকবে। যারা যারা এই ঘটনার সাথে জড়িত ছিল সবাইকে একটি শারীয়াহ কোর্টের মুখোমুখি আনা হবে এবং রক্তপাতের মূল্য তাকে দিতে হবে, আর এটা কেবল আমাদের রবের শারীয়াহ অনুসারেই হবে যেহেতু আন-নুসরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কেবল শারীয়াহ'র পতাকাকে উত্তোলিত করতে এবং এর বিধান সমূহকে বাস্তবায়িত করতে।"।

"জাবহাত আল নুসরা নিশ্চিত করছে যে শামে লড়াইয়ের শুরু থেকে এটি তার অস্ত্র ধরেছে কেবলমাত্র দুর্বৃত্ত নুসাইরী আর্মি, গোমরাহ খারেজী ও দুর্নীতিপরায়ণ জোটসমূহের বিরুদ্ধে যারা ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং মুসলিমদের জানমালের উপর আঘাত হেনেছে। বন্ধুর আগে শত্রুই এই ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রদান করে এবং সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার। আমরা সকলকে বলব প্রচার করার আগে প্রকৃত ঘটনাটি জানতে এবং অনুসন্ধান করতে। জাবহাত আল-নুসরার দরজা সবার জন্য খোলা। এরকম ভুল সকল জোটের ক্ষেত্রেই হতে পারে কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা এটাকে কাটিয়ে উঠতে পারবো যতক্ষণ আমাদের ঘাড় আল্লাহ তায়ালার আইনের সামনে নত থাকে"।

"সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সৃষ্টি করেছেন। {আর আল্লাহ তার কাজে পরাক্রমশালী, যদিও বেশির ভাগ মানুষই তা জানে না}"

"জাবহাত আল নুসরাহ- আল মানারাহ আল বাইদাহ ইসলামিক মিডিয়া"

"প্রকাশের তারিখঃ শনিবার, ২৬ শাবান ১৪৩৬ হিজরি; ইংরেজি ১৩ জুন, ২০১৫"

সুতরাং জাওলানি ফ্রন্ট ও তার মিত্রদের কাছে মুরতাদ ও বিশ্বাসঘাতক দ্রুজদের রক্তপাত করাটা নিপীড়ন! আর যদি কেউ সেটা করেও থাকে তবে তাকে শাস্তি পেতে হবে তাদের অনুসরণ করা 'শারীয়াহ' দ্বারা! একটা ব্যাপারই শুধু বাকি, যারা এ কাজে জড়িত তাদেরকে তাদের মিত্রদের 'নিরপেক্ষ শারীয়াহ' কোর্টে নেয়াটা কি তাদের শারীয়াহর অংশ; আর যদি তারা এই কোর্টে না যায় তবে কি তারা শারীয়াহ থেকে দূরে সরে গেল?

এই ঘটনার এক মাস পরে লাবিব আন নাহাস- আহরার আস-শামের বৈদেশিক রাজনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটির প্রধান- ১০ জুলাই ২০১৫ তে ওয়াশিংটন পোস্টে একটি আর্টিকেল লিখে, যার শিরোনাম ছিলো "সিরিয়ার বিপ্লবীদের ভুলভাবে তুলে ধরার মারাত্মক পরিণতি"। এখানে সে বলে,

"এটা এখন দৃশ্যমান যে, সিরিয়ার লড়াইয়ে ওবামা প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া একটি শোচনীয় ব্যর্থতা ... ছোট পরিসরে, ইরাক ও আফগানিস্তানের অভিজ্ঞতা থেকে জরুরি পদক্ষেপ নেয়া, একইসাথে শুধু দাওলাতুল ইসলামকে নিয়ে পড়ে থাকা একচোখা মিডিয়ার শব্দ দূষণ, অর্জন যোগ্য সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যে চেয়ে অধিক গুরুত্ব পেয়েছে... সিরিয়ান বিদ্রোহীদের অযথা 'চরমপন্থী' অথবা 'মধ্যমপন্থী' নামে নামকরণের মাধ্যমে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে এর ব্যর্থতা পরিষ্কার"।

"ডিসেম্বর মাসে সেক্রেটারি অব স্টেট জন এফ কেরি বলেন, 'সিরিয়ানদের একজন স্বৈরাচারী বা সন্ত্রাসীদের মধ্যে একটি বেছে নিতে হবে না'। কেরি বলেন, এখানে তৃতীয় আরেকটি ক্ষেত্র রয়েছে। 'মধ্যপন্থী সিরিয়ান গোষ্ঠী যারা প্রতিদিনই আসাদ ও উগ্রপন্থীদের সাথে যুদ্ধ করে আসছে'। দুর্ভাগ্যক্রমে সুপারিশটি অর্থহীন হয়ে পরেছে কারণ যুক্তরাষ্ট্র 'মধ্যপন্থী' শব্দটিকে এত ছোট ও অযৌক্তিক আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করেছে যে এতে বেশির ভাগ বিদ্রোহীরাই বাদ পড়ে গিয়েছে"।

"আমি যে গ্রুপটা থেকে এসেছি, আহরার আস-শাম এর একটি উদাহরণ। আমাদের নামের মানে 'সিরিয়ার মুক্ত মানুষ'। আমরা নিজেদের একটি মূলধারার সুন্নি ইসলামিক গ্রুপ বলে মনে করি যেটা সিরিয়ানদের দ্বারা এবং সিরিয়ানদের জন্যই পরিচালিত। আমরা সিরিয়ানদের ন্যায়বিচারের জন্য যুদ্ধ করছি। যদিও

আমাদের মিথ্যাভাবে দায়ী করা হয় আল কায়েদার সাথে যুক্ত থাকার জন্য এবং আল কায়েদার মতাদর্শ প্রচারের জন্য"।

"এর চেয়ে মিথ্যা আর কিছুই হতে পারে না। আমরা মনে করি সিরিয়ায় একটি জাতীয় ঐক্যের দরকার আর তা কেবল একটি গ্রুপের মতামত ও কর্তৃত্বের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে না এবং একটি মতাদর্শেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। আমরা ক্ষমতার ভারসাম্যে বিশ্বাস করি যা সংখ্যাগরিষ্ঠের বৈধ মতামতকে শ্রদ্ধা জানাবে অপরদিকে সংখ্যালঘুদেরকেও রক্ষা করবে এবং সিরিয়ার ভবিষ্যতের জন্য একটি ইতিবাচক ও বাস্তবসম্মত ভূমিকা পালন করবে। আমরা সিরিয়ার জন্য একটি মধ্যপন্থী ভবিষ্যৎ কামনা করি যা এই রাষ্ট্রকে রক্ষা করবে এবং তার প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমনভাবে গড়ে তুলবে যাতে সকলে উপকৃত হয় ...। সিরিয়ানরা আমাদেরকে বিপ্লবের এক অবিচ্ছেদ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ মনে করে যদিও প্রথম দিন থেকেই ওবামা প্রশাসনের কাছে আমরা অন্যায়ভাবে উপেক্ষিত"।

"নিজেদের তৈরি করা গর্তেই তারা আটকে গেছে, হোয়াইট হাউসের নীতিনির্ধারকরা রাজস্বের মিলিয়ন মিলিয়ন ইউএস ডলার খরচ করেছে তথাকথিত 'মধ্যপন্থী'দের সাপোর্ট করার সিআইএর ব্যর্থ প্রজেক্টে। কিন্তু এই মধ্যপন্থী গ্রুপগুলো প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে, শুধুমাত্র দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধেই নয়। উপরন্তু, আত্মবিসর্জন মূলকভাবে একদিকে নীতিগতভাবে বিপরীত দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই, অপরদিকে আসাদের বিরুদ্ধে লড়াই কোন যুদ্ধই ঠিকভাবে শেষ হচ্ছে না।"

"নৈতিকতাই যথেষ্ট আসাদকে "অপশন" হিসেবে বাদ দেয়ার জন্য, এবং যুদ্ধের গতি- প্রকৃতিই বলে দিচ্ছে যে তার দিন শেষ হয়ে আসছে। তাই প্রশ্নটি হচ্ছেঃ কে শেষ হাসি হাসবে- দাওলাতুল ইসলাম না সিরিয়ার বিদ্রোহীরা। এই প্রশ্নটি ওয়াশিংটনকে এটা স্বীকার করতে বাধ্য করবে যে, দাওলাতুল ইসলামের উগ্রবাদী নীতিকে মোকাবেলা করতে পারে কেবল একটি স্থানীয় সুন্নি প্রতিনিধিত্ব। আর 'মধ্যপন্থী' কেমন হবে তা সিআইএ নির্ধারণ করবে না বরং করবে সিরিয়ানরা"।

"আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা না পাওয়ার হতাশা সত্ত্বেও আমরা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। যে ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করা দরকার তা হচ্ছে কিভাবে আসাদের শাসনের অবসান ঘটানো যায়, কিভাবে দাওলাতুল ইসলামকে পরাজিত করা যায় এবং কিভাবে দামেস্কে একটা দৃঢ় ও প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠন করা যায় যেটা বিচ্ছিন্নতা দূর করে সিরিয়াকে শান্তি, মতপার্থক্য দূরীকরণ ও অর্থনৈতিক উন্নতির পথে নিয়ে যাবে। আমেরিকার জন্য গতি পরিবর্তন করার সুযোগ এখনও রয়েছে। কেরির জন্য 'তৃতীয় সুযোগ'টি রয়েছে কেবলমাত্র যদি ওয়াশিংটন চোখ খুলে এবং তা দেখে"।

সুতরাং সে 'আল- কায়েদা' ও তার তথাকথিত 'আদর্শ'কে অস্বীকার করলো এবং দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে দুই বছর ধরে তাগুতকে সাহায্য করার পরে এখন খোলাখুলিভাবে ক্রুসেডারদের সহযোগিতা করার ঘোষণা দিলো। আর এই জোটটাই জাওলানি ফ্রন্টের মতে সবচেয়ে বেশি 'ইসলামিক' জোট, যাদেরকে তারা দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছে বিশাল মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও।

সাহওয়াত জোটের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা মতপার্থক্য সৃষ্টি করুন যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের মধ্যে বিরোধ চরমে উঠে। আর আল্লাহ তায়ালা তাদের মুনাফিকি, দ্বিমুখী নীতি ও জিহাদ থেকে তাদের গোমরাহীকে প্রকাশ করে দিন।

শামে আল-কায়েদার মিত্ররা পর্ব ৪

এক বছর আগে ১৪৩৫ হিজরিতে জাওলানি ফ্রন্টের মিথ্যাবাদী আবু আব্দুল্লাহ আশ-শামী পুরো পৃথিবীকে বলেছিল, "আমি তোমাদের (দাওলাতুল ইসলাম) বিরুদ্ধে মুবাহালা করছি মানুষকে তার আক্বিদার ব্যাপারে পরীক্ষা করার জন্য... বরঞ্চ তোমরা সর্বোত্তম মানুষদের পরীক্ষা করছ। আমি মুজাহিদিন বলতে মুজাহিদ গ্রুপগুলো যেমন ইসলামিক ফ্রন্ট, জেইশ আল মুজাহিদিন এদেরকেই বুঝাচ্ছি"। (আল মুবাহালাহ) "যুদ্ধ কেবল দুই পক্ষের মধ্যে হচ্ছে, এক পক্ষে দাওলাহ আর এক পক্ষে জারবা ও ইদ্রিস (দুইজন সিরিয়ার ন্যাশনাল কোয়ালিশনের নেতা), কথাটা সত্য থেকে অনেক দূরে। যারা উত্তরাঞ্চলে দাওলাহ গ্রুপের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিশাল বোঝা নিয়েছে তারা হচ্ছে ইসলামিক ফ্রন্ট ও জেইশ আল-মুজাহিদিন। আর ইসলামিক ফ্রন্ট ও জেইশ আল-মুজাহিদিন দাওলাহ গ্রুপের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দুই বড় খেলোয়াড়- তারা আমাদের কাছে মুরতাদ হিসেবে প্রমাণিত হয়নি। আর আমরা দাওলাহর চেয়ে তাদের সম্পর্কে বেশি জানি যেহেতু আমরা তাদের কাছেই অবস্থান করছি"। [ওয়া লাও আন্নাহুম ফা'আলু মা ইউ'আদুনা বিহ]

এই মুবাহালার অল্প কিছুদিন পরেই জেইশ আল-মুজাহিদিন ধর্মনিরপেক্ষ সিরিয়ান ন্যাশনাল কোয়ালিশন, এর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, এর "প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের" সাথে তাদের সম্পর্ক ঘোষণা করে।[১] জেইশ আল-মুজাহিদিন তাদের মুরতাদ হওয়ার আরেকটি দলিল স্বরূপ একটি প্রচারপত্রে কিছুদিন আগে বলে, "জেইশ আল-মুজাহিদিন এর নেতারা তুরস্ক, তার সরকার ও জনগণের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে তুরস্কের একজন সৈন্য ও নাগরিক সন্ত্রাসী দাওলাহ ও পিকেকে পার্টির হাতে নিহত হওয়ায়। আমরা জেইশ আল-মুজাহিদিন তুরস্কের জনগণ ও সরকারকে সন্ত্রাসী দাওলাহ ও পিকেকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সংহতি ও পুরোপুরি সাহায্য করব ... আমরা তুরস্কের ভাইদের সাথে একি খন্দকে দাঁড়াব এবং এই হত্যাকে সিরিয়ার মানুষদের প্রতি তুরস্কের সমর্থনের প্রতি এক আঘাত হিসেবে বিবেচনা করব"। তারা তাদের বক্তব্যকে তুরস্কের জাহিলী পতাকা দ্বারা সজ্জায়িত করতে ভুলে নি!

তুরস্ক ক্রুসেডার ন্যাটো জোটের সদস্য। এটি ক্রুসেডার ও আমেরিকার পরিচালিত বিভিন্ন সমরাভিযানে অংশ নেয় যেমন 'অপারেশন এন্ডুরিং ফ্রিডম-আফগানিস্তান'; 'অপারেশন এন্ডুরিং ফ্রিডম- হর্ন অব আফ্রিকা' (সোমালিয়া ও এর চারপাশের অংশে) এবং 'অপারেশন ইনহেরেন্ট রিসলভ' (ইরাক ও সিরিয়ায় দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে)। তুরস্কের সরকার মানবরচিত আইন প্রণয়ন, পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করে। এর সেনাবাহিনী তুরস্কের সরকার ও তাগুত মিত্রদের রক্ষায় নিয়োজিত। এর সরকার ও সেনাবাহিনী হচ্ছে মুরতাদের একটি নির্লজ্জ উদাহরণ, তারপরও জেইশ আল-মুজাহিদিন তুরস্কের সরকারকে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহায়তা করছে। ইমাম মোহাম্মাদ ইবনে

---

১ দাবিক ২ এর ২৪-২৫ পৃষ্ঠা

তুরস্কের মদদপুষ্ট আল-কায়দার মিত্ররা ক্রুসেডার ন্যাটোদের সাথে একই খন্দকে অবস্থান করে

আবদুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবার একটি কারণ হচ্ছে মুশরিকদের মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহযোগিতা প্রদান। এর প্রমাণ হচ্ছে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, {হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেও তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে সৎ পথে পরিচালিত করেন না।} (সূরা মায়দাহঃ ৫১)

আর ইসলামিক ফ্রন্টের ক্ষেত্রে, আহরার আশ-শাম হচ্ছে এই বিভক্ত গ্রুপের অন্যতম প্রধান সদস্য। জাওলানি ফ্রন্টের নেতৃত্ব অনেক কষ্ট করে তাদেরকে ইসলামিক এমনকি জিহাদি হিসেবে চিহ্নিত করেছে, কিন্তু এর অফিসিয়াল নেতৃত্বের বর্তমান ঘোষণা শুধু জাওলানি ফ্রন্টের জিহাদের দাবিদারদেরকে অপমানিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে একটা মনস্তাত্ত্বিক মিডিয়া যুদ্ধ চলছে নেতৃত্বের জন্য ভালবাসা ও স্বমতের প্রতি গৌরব থেকে, আর যখনি বরফ গলতে শুরু করবে, দুই পক্ষই তাদের গোপন সেলগুলোকে নিয়ে আসবে তাদের নেতৃত্বকে আই.ই.ডি ও সাইলেন্সার দিয়ে চুপিসারে হত্যা করার জন্য, এখনও তা শুরু না হলেও, অদূর ভবিষ্যতে তা হবেই। সবকিছুর পরেও, আহরার আশ-শামের মুরতাদরা একসময় গুরুত্বপূর্ণ সাহাওয়াত ও বিচ্যুত গোত্র হিসেবে গণ্য ছিল জাওলানি নেতৃত্বের কাছে।[২]

সিরিয়ার সাহাওয়াতের শুরু থেকে জাওলানি ফ্রন্ট আহরার আশ-শামকে মুজাহিদ হিসেবে প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করছে, যতক্ষণ পর্যন্ত জাওলানি ফ্রন্ট ও তার ভাবাদর্শে বিশ্বাসীরা জর্ডানিয়ান তাগুতের ছায়ায় বিশ্রাম নিয়ে আহরার আশ-শামের বৈদেশিক সম্পর্ক বিভাগের পরিচালক লাবিব আন নাহাসের নির্লজ্জ আর্টিকেলগুলো পড়ে অস্বস্তি অনুভব করে। তার সাম্প্রতিক রচনা[৩] যেটি ২১ জুলাই ২০১৫ তে ব্রিটিশ ক্রুসেডার পত্রিকা "টেলিগ্রাফে" প্রকাশিত হয়, যার শিরোনাম ছিলো "আমি একজন সিরিয়ান এবং আমি প্রতিদিন আই.এস.আই.এল এর বিরুদ্ধে লড়াই করি। এই হুমকিকে পরাজিত করতে পশ্চিমা শক্তিগুলোর বোমার চেয়ে বেশি কিছুর দরকার।" সেখানে সে বলে:

"রাক্কায় ... মানুষজন দেখছে (পশ্চিমের নির্লিপ্ততা)। তথাকথিত দাওলাতুল ইসলাম আজকের তুলনায় তখন একটি ছায়া মাত্র ছিলো। তারা আসাদ সরকার উৎখাতে পশ্চিমের গড়িমসির সুযোগে তাদের প্রোপাগান্ডা চালিয়ে নেয়। পশ্চিম আসাদ ও তার ইরানীয়ান শিয়াদের সাথে মিলে ষড়যন্ত্র করছিল এই অঞ্চলের সুন্নি আরবদের পরাজিত ও লাঞ্ছিত করার জন্য ..."

"এই বিপ্লবে বেশিরভাগ সিরিয়ানের লক্ষ ছিল মুক্তি, সংগ্রাম ও জীবনের আধুনিকীকরণ। আমরা আহরার আশ-শাম ও অন্যান্য সশস্ত্র বিপ্লবী যোদ্ধারা এই সব সিরিয়ানদের জন্যই লড়াই করছি। আমরা অস্ত্র হাতে নিয়েছি কারণ আমাদের সামনে আর কোন উপায় ছিল না। হয় আমরা নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতাম অথবা আমরা আমাদের মানুষের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করতাম..."

"যতই যুদ্ধ লম্বা হতে থাকবে ততই সিরিয়াকে রক্ষা করা কঠিন হয়ে যাবে। আহরার আশ-শাম চায় আসাদের শাসনের অবসান, আই.এস.আই.এল

---

২ দাবিক ১০ এর পৃষ্ঠা ৭৫।
৩ তার পূর্বের আর্টিকেল দাবিক ১০ এর পৃষ্ঠা ১২- ১৩ তে।

এর পরাজয় এবং দামেস্কে একটি স্থিতিশীল ও প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার যেটা সিরিয়াকে শান্তি, সমৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নতির পথে নিয়ে যাবে। আমরা এমন একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা দেখতে চাই যা সিরিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠদের পরিচয় ও মতামতকে সম্মান করে এবং একই সাথে সংখ্যালঘুদের রক্ষা করে যাতে তারা দেশের ভবিষ্যতের জন্য একটা ইতিবাচক বাস্তব ভূমিকা পালন করতে পারে। আমরা সিরিয়ার ঐক্য ও সীমানা অখন্ডতাকে রক্ষিত দেখতে চাই ...”

“আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের লক্ষ কেবলমাত্র সামরিকভাবে অর্জিত হবে না। এর একটা রাজনৈতিক সমাধানও দরকার এবং আমরা জানি এর মানে হচ্ছে কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া...”

“সাম্প্রতিক সময়ে প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন সিরিয়ায় সামরিক অভিযানের বিষয়ে সরকারের নীতির পরিবর্তনের ব্যাপারে ইংগিত দিয়েছেন। তিনি বলেন যুক্তরাজ্য অবশ্যই আই.এস.আই.এল এর সাথে লড়াইয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সবই ঠিক আছে। জানুয়ারি ২০১৪ থেকে এখন পর্যন্ত আমরা আইএসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ৭০০ যোদ্ধাকে হারিয়েছি এবং আমরা ও আমাদের মিত্ররা ৪৫ কিলোমিটার ফ্রন্টলাইন ধরে আছি আলেপ্পোতে। আমরা জানি আই.এস.আই.এল এর হুমকির সামনে দাঁড়ানো কতটা কঠিন ... আমরা জানি আই.এস.আই.এল কেবল একটা নিরাপত্তা বা মিলিটারি হুমকিই নয় বরং সামাজিক ও আদর্শগত লড়াই বিভিন্ন স্তরে যার মোকাবেলা করা উচিত আর এ কারণেই জাতীয় সুন্নি বিকল্পগোষ্ঠি গড়ে তুলতে হবে আসাদ ও আই.এস.আই.এল এর বিকল্প হিসেবে”।

আহরার আশ-শাম বিপ্লবের প্রেক্ষাপটের সাথে গভীরভাবে

আল-কায়দার মিত্ররা ব্রিটিশ ক্রুসেডার ডেভিড ক্যামেরনের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য আবেদন করে

সম্পর্কযুক্ত মূলধারার মূলধারার একটি সুন্নি ইসলামিক গ্রুপ, এবং তাই হচ্ছে সেই বিকল্প। কিন্তু যারা পশ্চিমের মুক্তধারার আদলে একটি সুন্নি ইসলামিক গ্রুপ দেখতে চান তাদের অবশ্যই নিরাশ হতে হবে। যেহেতু আমরা ইতিমধ্যেই জেনে গেছি রাজনৈতিক ধারণা ও সরকারের রূপরেখা মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি করা যায় না, এবং তা এখানে বিকশিত তাও আশা করা যাবে না, কারণ ঐতিহাসিক ঘটনা, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সামাজিক কাঠামোতে (পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে) ব্যাপক ভিন্নতা রয়েছে। সেখানে যে কোন রাজনৈতিক গঠনে ধর্ম ও সামাজিক আচরণকে প্রাধান্য দিতে হবে যা এই সংঘাতের ধ্বংসস্তূপ থেকে বের হবে এবং এটা বেশিরভাগ সিরিয়ানের বিশ্বাসের সাথে মিলতে হবে ...”

“যেহেতু আর.এ.এফ (রয়াল এয়ার ফোর্স) আই.এস.এই.এল এর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের জন্য তৈরি, সেহেতু ব্রিটিশ সরকারের উচিত হবে জঙ্গিগোষ্ঠীদের মোকাবেলায় শুধু বোমা

ব্রিটিশ ক্রুসেডার রয়্যাল এয়ার ফোর্স- আল কায়দার মিত্রদের আশার প্রতীক

ফেলা ছাড়াও অন্য উপায় খুঁজে বের করা”।

আর এর মাধ্যমেই তার কূটবক্তব্য শেষ হয়। এর সারাংশ হচ্ছে এইঃ সে একটি জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে আত্মমর্যাদা, সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে ক্ষমতা, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা (যার মধ্যে রাফেদি, নুসাইরী, দ্রুজ ও ইসমাইলিরা রয়েছে) আর জাতীয়তাবাদী সীমানার সুরক্ষার কথা বলেছে।

সে আহরার আশ-শামকে দাওলাতুল ইসলামের একটি মধ্যপন্থী বিকল্প হিসেবে উল্লেখ করেছে, যেই বিকল্প ক্রুসেডে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে পশ্চিমকে সহযোগিতা করবে। সে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ক্রুসেডারের যুদ্ধকে প্রশংসা করেছেন এবং তাদের উপদেশ দিয়েছেন যে বিমান হামলাই যথেষ্ট নয় আরও বেশি কিছু করতে হবে!

এই আর্টিকেলের পরে আহরার আশ-শামের রাজনৈতিক অফিস ১১ আগস্ট ২০১৫ তে একটি বিবৃতি দেয়, “উত্তর সিরিয়ায় একটি নিরাপদ অঞ্চল”, এতে তারা বলে-

“সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সহযোগিতা করবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যের সহযোগিতা করবে না” (আল মায়দাহঃ ২)

“এটি একটি অকাট্য সত্য বিষয় যে, গত চার বছর যাবত তুরস্কের সরকার এবং তুরস্কের জনগণ যেভাবে সিরিয় জনগণকে এবং সিরিয় বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সাহায্য করে এসেছে প্রত্যেক ক্ষেত্রে তা ভাবার বিষয়।তাদের এই সু-বিস্তৃত সাহায্য সত্ত্বেও তুরস্কের জাতীয় নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়েছে এবং তুরস্কের সরকারের উপর দেশীয় ও বৈদেশিক বিরাট চাপ চেপে বসেছে। অথচ তুরস্ক সমসময়ই আমাদের জনগণকে এবং আমাদের বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য নৈতিক ও মানবিকভাবে সাহায্য করে এসেছে। আর এ ব্যাপারে তারা সবসময় অটল ছিল। তুরস্কের এই সু-বিচারপূর্ণ ও দায়িত্বশীল অবস্থানের কারণে তুরস্ক সিরিয় বিপ্লবের অতীব গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তারা এই দুই দেশের জনগণের মধ্যে সাধারণ স্বার্থের নতুন পথ বের করেছে, হয় দেশীয় স্বার্থ নয়তো আঞ্চলিক স্বার্থ। সম্প্রতি সাধারণ স্বার্থের একটি হচ্ছে দায়েশের (দাওলাতুল ইসলামের) বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া। দায়েশ মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি করবার মাধ্যমে বিপ্লবের অগ্রযাত্রাকে তছনছ করে দিয়েছে এবং সেই সাথে আবার তুরস্কের নিরাপত্তা ও অস্তিত্বের ব্যাপারে হুমকি প্রদান করেছে।বাশার আল-আসাদের সাম্প্রদায়িক নীতি এবং দায়েশের মূর্খ নীতি সিরিয়াকে আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ ও প্রক্সি যুদ্ধের রণক্ষেত্রে পরিণত করেছে। ফলে সিরিয় জনগণের মিত্রদের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়েছে।”

“নীতিগত অবস্থান বজায় রাখার জন্য বিদেশী নির্দেশনা ও কর্তৃত্বকে বাদ দেয়ার পর আজ নতুন বাস্তবতা উন্মোচিত হয়েছে, যা এখন থেকে সাধারণ কল্যাণের নীতি অনুযায়ী এবং সামগ্রিকভাবে দেশের দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ অনুযায়ী মোকাবেলা করা হবে। আহরার আশ-শাম দেশীয় ও আঞ্চলিক ঘটনার উপর ব্যাপক দৃষ্টিপাত করার পর, এসবের উপর ভিত্তি করে; রাজনৈতিক কিংবা সামরিক যে কোনো বিষয়ে সিরিয় জনগণ এবং তাদের মিত্রদের স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করে এবং ইরানের হুমকির মুখে সুন্নিদের একতার বিষয়টি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, তারা এটাও বিশ্বাস করে যে, উত্তর সিরিয়ায় তুরস্কের একটি নিরাপত্তা বলয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা এমন একটি বিষয়, যা সিরিয় জনগণের স্বার্থের যোগান দেবে। নিরাপত্তা বলয়টি মানবিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে, যার ফল দুই দেশই ভোগ করবে। এছাড়া তুরস্কের জাতীয় নিরাপত্তাকে শক্তিশালী করতে এবং দায়েশ ও পি.কে.কে -দের সন্ত্রাসী ও বিচ্ছিনতাবাদী পরিকল্পনা বন্ধ করতে এই নিরাপত্তা বলয়টির ব্যাপক প্রয়োজন রয়েছে... উত্তর সিরিয়ার নিরাপত্তা জোন শরণার্থীদেরকে তাদের বাসস্থানে ফিরে আসতে সহায়তা করবে এবং বিপ্লবের শত্রুদের চক্রান্তকে নস্যাৎ করে দিবে। আহরার আশ- শাম ইসলামিক মুভমেন্ট তুরস্ক ও সশস্ত্র বিপ্লবী গ্রুপগুলোর সহায়তায় এই নিরাপত্তা জোনকে পুরোপুরি সহায়তা করবে। সিরিয়া ও তুরস্কের মানুষের বন্ধন ও সাধারণ লক্ষকে অটুট রাখতে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ভিত্তিপ্রস্তর সৃষ্টিতে আমরা এই সুযোগ কাজে লাগাতে চাই।”

এভাবেই আহরার আশ-শাম তুরস্কের কাফির সরকার ও তার সেনাবাহিনীর প্রতি নিজের হাতকে সুপ্রসারিত করেছে এবং সিরিয়ায় তাদের একজন এজেন্ট হিসেবে নিজেদের মনোনীত করেছে। সুতরাং জাওলানি ফ্রন্টের জিহাদি ব্যক্তিত্বরা কি মুরতাদ হওয়া থেকে তাওবাহ করবে এবং তাদের সবচেয়ে কাছের মিত্রের বিরুদ্ধে বারা ঘোষণা করবে যাকে তাদের নেতারাই একসময় বলতো “ভবিষ্যতের সাহাওয়াত”? অথবা হিজবিয়ার জোরে “ওজরের” পিচ্ছিল ঢালে কি তারা পড়তেই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সর্বোচ্চ ফিতনাহ মসীহ-আদ-দাজ্জালের ব্যানারের পিছনে যুদ্ধ করবে নেতৃত্ব, বিভক্তি ও বিচ্যুতির জন্য?

আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করি সকল ক্রুসেডার ও তাগুতের এজেন্টের বিরুদ্ধে দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদদের সহায়তা করার জন্য যতক্ষণ না খিলাফাহর ব্যানার ইস্তাম্বুল ও ভ্যাটিকান সিটির উপর উড়তে থাকে।

---

৪ এখানে লক্ষণীয় যে বিভিন্ন সাহাওয়াত গ্রুপদের বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে তারা সিরিয়ার মানুষদের ব্যাপারে যত্নশীল কিন্তু তারা জানে তুরস্কের নিরাপদ জোন তৈরির লক্ষই হচ্ছে খিলাফাহর মুজাহিদদের উপরে বিমান হামলা করা অথচ তারাই নুসাইরীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কঠোর। এই গ্রুপগুলোই আবার নাস্তিক পি.পে.কে কে ব্যাবহার করে তুর্কি তাগুতের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করার জন্য, কিন্তু ভুলে যায় যে তারা একই পি.কে.কের সাথে হালাবে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি করেছে যার কিছু ধারায় এটি উল্লেখ ছিল যে ক্ষমতা ভাগাভাগি হবে অর্থাৎ কিছু স্থানে পি.কে.কের শাসন থাকবে। হালাবে আহরার আশ- শাম অপারেশন রুম ও শামিয়্যাহ ফ্রন্টের পি.কে.কের সাথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি হয়েছিল। এই চুক্তিতে জেইশ আল-মুজাহিদিন ও আহরার আশ-শামকে ভাই হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যদি তারা সত্যিই নাস্তিক পি.কে.কে কে নিয়ে চিন্তিত হত, যেমনটি তারা বলে থাকে তবে শান্তিচুক্তি করার বদলে তারা তাদের সাথে দাওলাতুল ইসলামের ন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত হত।

৫ কিছুদিন আগে রবার্ট ফোর্ড (সিরিয়ায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত) এক প্রবন্ধ লিখেছে, যার শিরোনাম, “হ্যাঁ, কথা হয়েছে সিরিয়ার আহরার আস-শামের সাথে” যেখানে সে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে আহরার আস-শামকে সরাসরি সাহায্য পাঠাতে বলে, তাগুতের মাধ্যমে পরোক্ষ সহযোগিতার প্রায় দুই বছর পরে। এর কিছুদিন পরেই ডেইলি বিস্ট এ একটি আর্টিকেল প্রকাশিত হয়, শিরোনাম “শয়তানের সাথে চুক্তি- পেত্রাউসঃ আল কায়েদা যোদ্ধাদের ব্যাবহার করুন আই.এস.এই.এস এর সাথে লড়াইয়ে” যেখানে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জাওলানি ফ্রন্টকে সহায়তা করার ডেভিড পেত্রাউস (ইরাকে ক্রুসেডারদের সাবেক কমান্ডিং জেনারেল এবং ইরাকি সাহওয়াতের সহ- প্রতিষ্ঠাতা) এর চিন্তাটা প্রকাশ পায়। এর পরপরই মিথ্যাবাদী আবু আব্দিল্লাহ আশ-শামি তুরস্ক, আমেরিকা ও উপসাগরীয় অঞ্চলের পক্ষের বিভিন্ন সাহওয়াতের সাথে তার সহযোগিতার পেছনে যুক্তি তুলে ধরে বলে যে কেউ সাহওয়াতকে তাকফির করতে পারবে না, কারণ হিসেবে সে বিভিন্ন ক্রুসেডার ও মুরতাদদের সাথে সহযোগিতার পক্ষে মিথ্যা অজুহাত তুলে ধরে! এরপর সে মিথ্যা বলে ও দাবি করে দাওলাতুল ইসলাম নিজেও তুরস্ককে ‘সহযোগিতা’ করেছে এবং এর ‘প্রমাণ’ হিসেবে সে ৪৬ তুর্কি কারাবন্দির বিনিময়ে ২০০ মুহাজিরের মুক্তির বিষয়টি তুলে ধরে! এটা কি ‘সহযোগিতা’ না মুসলিম বন্দিদের মুক্তির বিধান পালনের জন্য চেষ্টা। সে এই লজ্জাজনক মিথ্যাটি বলে যদিও সে জানে যে, মুরতাদ তুর্কি সরকার ও তার সৈন্য দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ন্যাটো ও আমেরিকার নেতৃত্বে কোয়ালিশনের অংশ এবং তুরস্ক মুহাজিরদের বন্দি করে ও আমেরিকার সাথে একসাথে হালাবে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে বোমাবর্ষণ করে সাহওয়াতকে (যারা জাওলানি ফ্রন্টের মিত্র) সহযোগিতার জন্য, এমনকি মাঝে মাঝে জাওলানি ফ্রন্টের সুবিধা হয় এমন স্থানেও বোমা হামলা হয়! সুতরাং তাদেরকে এটাই বলা যায়, “যদি তোমরা নির্লজ্জ হও তবে তোমাদের যা খুশি কর” [আল মাসুদ থেকে বর্ণিত- বুখারি] আশ-শামি তার যত ইচ্ছে মিথ্যা বলতে পারে কিন্তু সত্য সুস্পষ্ট। সাহওয়াতের ভেড়াগুলো কখন জেগে উঠবে এবং অনুধাবন করবে তারা কেবল ক্রুসেডারদের স্বার্থের জন্যই কাজ করছে।

শামে আল-কায়দার মিত্ররা: শেষ পর্ব

জাতীয়তাবাদী "ইসলামী" সাহওয়াতদের অ-"ইসলামীকরণ" শুরু হওয়ার পর থেকে, শামে আল-কায়দার মিত্রদের মধ্য থেকে আরব ও তুর্কি তাওয়াগ্বিতদের অনুগত দলগুলো কর্তৃক জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক ঘোষণাপত্র প্রকাশ ব্যতীত একটি মাসও পার হয় নি। ক্রুসেডারদের দ্বারা আদেশপ্রাপ্ত তাওয়াগ্বিতরা সাহাওয়াতদের চাপ দিতে থাকে অধিক থেকে অধিকতর আপোষ সূচক ঘোষণা প্রকাশের জন্য যাতে সামরিক এবং বেসামরিক সাহায্য তাদের পর্যন্ত পৌঁছতে পারে এবং সেই সাথে তারা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সহায়তা এবং আকাশ পথে ক্রুসেডারদের পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হতে পারে।

এই আপোষ বন্ধ হবে না, এভাবেই তাদের দ্বীন ত্যাগ অধিক থেকে অধিকতর স্পষ্ট শুরু করে, এমনকি সবচেয়ে গোমরাহ মুরজিয়াদের[১] কাছেও। তা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে জাওলানি ফ্রন্টের কিছু লোক অনুধাবন করে যে তাদের মিত্ররা এতই নির্লজ্জ যে তাদের আর প্রকাশ্যে সমর্থন করা যাবে না।[২] আর তাই পূর্বের জোট পিছু হটল, গুরুত্বহীন বা উপেক্ষিত হল, এবং তা এমন পর্যায়ে পৌঁছালো যে জাওলানি ফ্রন্ট তাদের সীমান্ত-ফাঁড়িগুলো সর্বসমক্ষে শামিয়াহ ফ্রন্টের কাছে হস্তান্তর করে, যারা আমেরিকান ক্রুসেডর ও তুরস্কের তাওয়াগ্বিতের প্রকাশ্য মিত্র। এটি নিছক কোন অদৃশ্য সামরিক চাপে সৈন্য প্রত্যাহার ছিল না বরং তা ছিল জাওলানি ফ্রন্টের নেতৃত্ব কর্তৃক সমন্বিত হস্তান্তরকরণ যা তাদের ঘনিষ্ঠ মিত্রদের কর্তৃক প্রকাশিত ছবি দ্বারা প্রমাণিত। এই "সৈন্য প্রত্যাহার" করার কারণ ছিল জাওলানি ফ্রন্টের "মুহাজিরিনদের" সামনে এমন এক ভাবমূর্তি তৈরি করা য, তাদের নেতৃত্ব আমেরিকার দালালদের সাথে কাজ করে না।

কিন্তু (প্রশ্ন হলো) কোন "জিহাদী" গ্রুপ কি মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত ক্রুসেডারদের দালালদের কাছে নিজেদের এলাকা হস্তান্তর করতে পারে?

যাই হোক, গত কয়েক মাসে শামে আল কায়দার জাতীয়তাবাদী মিত্ররা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে। এই তিনটি ঘোষণাপত্রেই রয়েছে জাতীয়তাবাদ এবং গণতন্ত্রের তীব্র দুর্গন্ধ।

গত "১৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৫" তারিখে "সিরিয়ান রেভ্যুলুশনারী ফ্যাকশনস" একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে, যাতে তারা বলে:

"সিরিয়ার বিপ্লবী যুদ্ধরত দল সমূহের মুখপাত্রগণ একটি বৈঠকে সমবেত হন এবং ১৭ই আগস্ট, ২০১৫ তারিখে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রেসিডেন্সিয়াল বিবৃতি এবং সিরিয়ায় নিযুক্ত জাতিসংঘের দূত, স্টাফেন দি মিস্তুরা, কর্তৃক প্রস্তাবিত পরিকল্পনার ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করেন। বৈঠকে উপস্থিত দলসমূহ সম্মত হন যে জাতিসংঘের নিরাপত্তা কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিত বিবৃতি একটি উদ্দেশ্য সম্পন্ন রাজনৈতিক সমঝোতার ও সকল দলসমূহের মধ্যে বিশ্বস্ততা তৈরির পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। উপস্থিত দলসমূহ নিম্ন বর্ণিত বিষয় সমূহের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছান:"

"১. আমরা রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচনামূলক একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করার এই আহবানকে স্বাগত জানাই যা জেনেভা কমিউনিক অনুযায়ী, একটি অন্তর্বর্তীকালীন পরিচালনা কমিটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য শর্ত প্রদান করে যা রাজনৈতিক সমাধানের বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছানো মাত্র তার কার্যক্রম শুরু করবে এবং অতঃপর তা প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি সহ সকল নির্বাহী কর্তৃত্ব গ্রহণ করবে।"

"২. বাশার আল-আসাদ ও তার সরকারের সকল স্তম্ভ সমূহের সরে যাওয়া, এবং নতুন সিরিয়ায় বা অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায়ে তাদের কোন স্থান বা ভূমিকা থাকবে না, এই পূর্বশর্তের উপর আমরা জোর প্রদান করছি।"

---

১ যদিও জিহাদের দাবিদার দলগুলোর নেতারা জাতীয়তাবাদী দল সমূহের বাস্তবতা সম্পর্কে সর্বদাই অবগত ছিলো তদুপরি তারা মুরতাদ এবং কপটতাপূর্ণ দল সমূহের সাথে মুসলিম হিসেবে ব্যবহার করাকে এবং দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের সাথে মিত্রতা করাকে যুক্তিযুক্ত করতে মুরজিয়াদের দাবি সমূহকে ব্যবহার করে। দেখুন দাবিক ইস্যু ৮, "ইরজা': সবচেয়ে ভয়ংকর বিদা'আহ," পৃষ্ঠা ৩৯-৫৬, আরও দেখুন, ইস্যু ১০, "আবু সামীর আল-উর্দুনীর সাথে সাক্ষাৎকার," পৃষ্ঠা ৭০-৭৬।

২ দাবিকের এই সংস্করণে দেখুন, "শত্রুর কথায়"

“যেকোন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য আমরা একে মৌলিক পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করছি।”

“৩) ২১৩৯ প্রস্তাব বাস্তবায়নকরণ যা সকল দলকে বেসামরিক লোকেদের উপর আক্রমণ বন্ধ করার আহবান করে; এবং জনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলোতে বাছবিচারহীন অস্ত্র চালনা থেকে বিরত থাকার আহবান করে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বেসামরিক লোকদের উপর নির্বিচারে বোমাবর্ষণ ও বিস্ফোরক ব্যারেল দ্বারা আক্রমণ, এছাড়াও দমন মূলক বিনাবিচারে গ্রেফতার, অত্যাচার ও অপহরণ করা তাৎক্ষনিকভাবে বন্ধ করতে হবে, সেই সাথে সকল বন্দীদের তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিতে হবে।”

“৪) আমরা ইউএন নিরাপত্তা পরিষদের ২০১৪ সালের ২১৬৫ প্রস্তাবের উপর জোর দিতে চাই যা সিরিয়ান দ্বন্দ্বে জড়িত সকল দলসমূহকে তাৎক্ষনিকভাবে ও কোন বাধা ব্যতিরেকে জনহিতৈষী সাহায্য পৌঁছে দেয়ার জন্য অনুমতি প্রদান করে, যাতে করে মানুষের নিকট এরূপ সাহায্য সরাসরি পৌঁছানো সম্ভব হয়।”

“৫) আমরা সিরিয়ায় আসাদ সরকারের জড়োকৃত ও গ্রহণকৃত সন্ত্রাসী বাহিনীসমূহকে উপেক্ষা করব না বা তাদের প্রতি নীরব থাকব না, কারণ তারা প্রকৃতপক্ষে গণহত্যা ও জনগণকে জোরপূর্বক স্থানচ্যুতির সাথে সাথে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক পরিবর্তনের উদ্ভব ঘটাচ্ছে; তন্মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সাম্প্রদায়িক রক্ষীবাহিনী, ইরানি রিপাবলিকান গার্ডস এবং লেবানিজ হিযবুল্লাহ। আমরা এই দলগুলোকে সন্ত্রাসবাদী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আহবান করছি।”

“৬) সিরিয়ান জনগণের ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শন; যেহেতু ভবিষ্যৎ সিরিয়ার সংবিধান প্রতিষ্ঠার শক্তির উৎস এবং এর অনুচ্ছেদসমূহ অনুমোদন করার ক্ষমতা সিরিয়ার জনগণের কাছে নিহিত। এর অর্থ এমন কোন মূলনীতি তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া যাবেনা যা তাদের স্বাধীন ইচ্ছা বাজেয়াপ্তকরণ স্বরূপ।”

“৭) আমরা সিরিয়ান আন্দোলনের সাথে জড়িত যেকোন

#الجبهة_الشامية
تسليم مجاهدي الجبهة الشامية نقاط الرابط من جبهة النصرة في منطقة دلحة وحرجلة

View translation

RETWEETS 97 FAVORITES 88

শামিয়াহ ফ্রন্ট “রিবাত” অবস্থান গ্রহণ করছে জাওলানি ফ্রন্টের নিকট থেকে

4:07 AM - 8 Aug 2015

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ - একটি ক্রুসেডর প্রতিষ্ঠান ও সাহওয়াতদের জন্য আশার একটি স্তম্ভ

বিষয়ে ইরানের সাথে পরামর্শ প্রত্যাহার করার আহবান জানাচ্ছি, যেহেতু ইরান বস্তুত সন্ত্রাসবাদী রক্ষীবাহিনীর সমর্থন করে ও সিরিয়ার জনগণের মধ্যকার সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বকে উস্কে দিয়ে সিরিয়ার জনগণকে রক্তাক্ত করার দায়ে অভিযুক্ত, এছাড়াও ইরান জেনেভা কমিউনিক কে স্বীকৃতি প্রদান করেনা (যদিও এই কমিউনিক কে ইউএন নিরাপত্তা পরিষদ অনুবন্ধ ২১১৮ পূর্ণ সমর্থন করে) ।”

“৮) রাষ্ট্রীয় পরিষেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার প্রতি আমরা জোর দিচ্ছি কারণ তা একটি জরুরী ও অপরিহার্য বিষয়। এখন পর্যন্ত, আমরা সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনীগুলোর কাজ বজায় রাখা বাতিল করছি। আমরা নিরাপত্তামূলক যন্ত্রপাতি বিলীন করা এবং সেনাবাহিনী ও বিচার বিভাগের কাঠামোকে পুনর্বিন্যাস করার জন্য আহবান করছি।”

“৯) জেনেভা কমিউনিকের উপর ভিত্তি করে ইউএন নিরাপত্তা পরিষদ রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা ও রাজনৈতিক পরিবর্তন আনয়নের জন্য আহবান জানিয়েছে। পরিবর্তন পরিচালনামূলক বিভাগের প্রতিষ্ঠাকরণ সম্পর্কে কমিউনিকে অতি স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত আছে। অতঃপর, আমরা জাতিসংঘের দূতের প্রতি আহবান জানাচ্ছি জেনেভা কমিউনিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরাসরি অংশগ্রহণের জন্য; এমন পন্থায় যা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহ দ্বারা পরিবৃত, সময়সাপেক্ষ এবং জেনেভা কমিউনিক অকার্যকারী যেকোন প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ বা কমিটি ফিরিয়ে আনা ব্যতীত।”

“১০) আমরা বাস্তবিক অঙ্গীকার প্রদানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করছি যা সকল দলকে বাধ্য করবে তা বাস্তবায়ন করতে যার প্রতি সবাই একমত; যেহেতু বিগত পাঁচ বছরে সিরিয়ার সরকার সকল অনুবন্ধের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ না থাকার প্রতি অভ্যস্ত ছিল।”

“১১) সিরিয়ার সীমানার মধ্যে রাশিয়ার গুরুতর স্পষ্ট হস্তক্ষেপ রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছানোর প্রচেষ্টাকে দুর্বল করছে।”

“১২) জাতিসংঘ এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কে সিরিয়ার বিপর্যয়ের সকল দায়দায়িত্ব নেয়ার জন্য এবং সিরিয়ার জনগণের স্বার্থের সাথে আনুষঙ্গিক অনুবন্ধগুলো বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য আমরা আহবান করছি।”

শামে আল-কায়েদার প্রধান মিত্র দলসমূহ এই প্রজ্ঞাপনটি স্বাক্ষর করেছে, যার মধ্যে মিথ্যাবাদী আবু 'আব্দুল্লাহ আশ-শামী (জাওলানি ফ্রন্টের নেতা যার মিথ্যাচার সর্ববিদিত মুবাহালাহ কে প্ররোচিত করেছে) এর দ্বারা প্রশংসিত কিছু দল রয়েছে। তাছাড়া সেসব দল যারা "জায়শ আল-ফাতহ" ও "জুন্দ আল-মালাহিম" এর সদস্য, জাওলানি ফ্রন্ট এই উভয় জোটেরই সদস্য। যে দলগুলো এই প্রজ্ঞাপন স্বাক্ষর করেছে তাদের মধ্যে রয়েছে "ফ্রি সিরিয়ান আর্মি", "হারাকাত নূর আদ-দীন যিনকি", "শামিয়াহ ফ্রন্ট", "ফায়লাক আশ-শাম"[৩] "জায়শ আল-মুজাহিদিন", "আল-ইত্তিহাদ আল-ইসলামী লি আজনাদ আশ-শাম" এবং "আহরার আশ-শাম"।[৪]

এই প্রজ্ঞাপনটিই এই সকল ফিরকাগুলোর জাতীয়তাবাদী ও তাগুতি পরিচয় বহন করে যার জন্য আর কোন মন্তব্যের প্রয়োজন নেই। ষষ্ঠ অনুচ্ছেদটি পৌত্তলিক ধর্ম গণতন্ত্রের বাস্তবায়ন করার জন্য প্রকাশ্য আহবান করেছে, শারী'আহ'র জন্য নয়।

এরপর "১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫" তারিখে, একটি নথি প্রকাশিত হয় যার শিরোনাম "সিরিয়ান বিপ্লবের পাঁচ মূলনীতি" এবং যা সাইক্স পিকো এর জাহিলি পতাকা দ্বারা সুসজ্জিত। নথিটিতে তারা বলেঃ

"বৃহত্তর সিরিয়ার জনগণ ও সমগ্র পৃথিবীর স্বাধীন মানুষের প্রতি একটি ঘোষণা। আস-সালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু। স্বৈরশাসন, দুর্নীতি, ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে, এবং ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা, ও ছিনিয়ে নেয়া সম্মান ও স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে সিরিয়ার বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল। এই বিপ্লব সিরিয়ান সরকারের বিভিন্ন প্রকার দমননীতি ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের প্রতিরোধ করেছে। এই বিপ্লবের সূচনাকারী সিরিয়ার জনগণ, ইসলাম ও সকল স্বর্গীয় ধর্ম এবং আন্তর্জাতিক আইন ও কাঠামো দ্বারা প্রদত্ত তাদের মানবাধিকার ও জাতীয় অধিকারসমূহ ছাড় দিতে সক্ষম নয়। তারা এই পথে বহাল থাকবে, সকল স্থিরকৃত লক্ষ্যে অটল থাকবে, সকল নীতিসঙ্গত পন্থার মাধ্যমে। এই পন্থাগুলোর মধ্যে একটি রাজনৈতিক সমাধান অন্তর্ভুক্ত যা নিম্নোক্ত নির্ধারিত মূলনীতিসমূহ অনুসারে হবেঃ ১) বাশার আল-আসাদ ও তার সরকারের সকল স্তম্ভকে নির্মূল করা এবং তাদের যথাযথ বিচারব্যবস্থার আওতায় আনা। ২) স্বৈরশাসক সুলভ গোয়েন্দা বিভাগ ও সামরিক যন্ত্রপাতি বিচ্ছিন্নকরণ এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অক্ষুণ্ণ রেখে সৎ জাতীয় আদর্শের ওপর ভিত্তি করে নিরাপত্তা ও সামরিক বিভাগ গঠন। ৩) সিরিয়া হতে সকল বিদেশী ও গোত্রীয় সন্ত্রাসী আগ্রাসনকে বিতাড়ন, যার মধ্যে রয়েছে ইরানি রেভ্যুলুশনারী গার্ড, হিযবুল্লাহ, আবুল-ফাদল আল-'আব্বাস রক্ষীবাহিনী এবং দাওলাতুল ইসলাম। ৪) সিরিয়াকে এক দেশরূপে ও এর জনগণের একতার সংরক্ষণ ও এর স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও এর জনগণের পরিচয় সংরক্ষণকরণ।[৫] ৫) রাজনৈতিক এজেন্ডা ও গোষ্ঠীতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে ক্ষমতার কোন ভাগ করা হবে না।"

"রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে কৃত আলাপ-আলোচনা যে মাধ্যমেই হোক না কেন তাতে যদি সিরিয়ার জনগণের স্বপ্নের প্রতিফলন না থাকে তাহলে তা হবে তাদের উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করার প্রয়াস। উপরন্তু, তা সময়ের অপচয় বলে গণ্য হবে। তাছাড়াও, পুনর্নির্মাণ কাজ, সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধ, জাতীয় নিরাপত্তা ও শান্তি অর্জন এবং সাংবিধানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠাকরণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সমাধান কল্পে গৃহীত প্রচেষ্টা যদি আমাদের সিরিয়ার মহৎ জনগণের নির্দিষ্ট মূলনীতি অনুযায়ী না হয় তাহলে তা সিরিয়ানদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না, কারণ এর মাধ্যমে সমস্যার গোঁড়াকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র তাদের বিপ্লবকে খর্ব ও উপসর্গের নিরীক্ষণ করা হবে। যদিও আমরা সিরিয়াকে রক্ষা করার যেকোন প্রয়াসকে মূল্যায়ন করি, তবে আমরা বিশ্বাস করি যে প্রধান ইস্যুকে বিলম্ব করানো – যা হল আসাদ ও তার রক্ষীবাহিনীর প্রস্থান, ঐক্যবদ্ধ, স্বাধীন, জাতীয় সিরিয়ান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকরণ – এই ইস্যুতে যেকোন বিশ্বাসযোগ্য প্রতিশ্রুতির অঙ্গীকার না করা হলে তা শুধুই এই সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি করবে ও ক্ষতগুলোকে গভীরতর করবে। নিরাপত্তা পরিষদ – যা আইনত, রাজনৈতিক ও নীতিগত ভাবে বিশ্ব শান্তি সংরক্ষণের জন্য দায়ী – তা সিরিয়ার জনগণকে রক্ষা করতে, তাদের মহৎ লক্ষ্য অর্জন করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে এবং তাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত নির্বিচারে, নৃশংস হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ আমরা দেখছি যে সিরিয়ান সরকারকে পুনর্বাসন করার চেষ্টা চলছে, এমনকি একে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সিরিয়ার অংশ বানানোর জন্য গুরুতর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। আমরা এও লক্ষ্য করছি যে প্রেসিডেন্সিয়াল বিবৃতির পূর্বে ও পরে সংঘটিত এবং ক্রমাগতভাবে ঘটে যাওয়া ভয়ংকর হত্যাযজ্ঞকে নিরাপত্তা পরিষদ উপেক্ষা করছে। যে জাতীয় বাহিনীগুলো এই নথিতে স্বাক্ষর করেছে তারা সিরিয়ান জনগণের এই গৌরবান্বিত বিপ্লবের নির্দিষ্ট মূলনীতির উপর অটল থাকার প্রতি তাদের দৃঢ়তা পুন:ব্যক্ত করেছে এবং এই মূলনীতির যেকোনো প্রকার সীমালঙ্ঘনকে তারা সিরিয়ানদের অধিকার, তাদের রক্ত ও ত্যাগের প্রতি অবজ্ঞা হিসেবে গণ্য করবে, এবং সেই প্রয়াস কখনও সফল হবে না, কারণ তা এমন এক বুনিয়াদ গ্রহণ ও আরোপ করে যা আইনত, রাজনৈতিক ও নীতিগতভাবে বর্জিত।"

এই নথিটি জাওলানি ফ্রন্টের প্রধান মিত্র দলসমূহ স্বাক্ষর

---

৩ "ফায়লাক আশ-শাম" পূর্বে সৌদি তাওয়াগ্বীত এর প্রতি তাদের আনুগত্য ঘোষণা করে কিছু নীতি ভ্রষ্ট বিবৃতি প্রকাশ করেছিল। এটি ইদলিবে "জায়শ আল-ফাতহ" এর সদস্যও বটে। দাবিক, সংস্করণ ৯, "শামে আল-কায়েদার মিত্ররাঃ ২," পৃষ্ঠা ৬-৭ দেখুন। নোটঃ জাওলানি ফ্রন্টের সাথে জোটবদ্ধ এই ফিরকাটি ও অন্যান্য ফিরকাগুলি "২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫" তারিখে মিনাতে হাজীদের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক বিবৃতি প্রকাশ করে। বিবৃতিতে তারা জানায়, "আমরা আমাদের ভ্রাতৃতুল্য সৌদি সরকারের প্রতি তাদের ও আমাদের মর্মযন্ত্রণার জন্য শোকপ্রকাশ করছি। তারা দুই হারামাইনের সেবার উদ্দেশ্যে তাদের সাধ্যমত সব কিছু করেছে, যা কোন ন্যায়পরায়ণ মানুষ অস্বীকার করবে না।"

৪ এই বিবৃতির ফলে সৃষ্ট নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ায়, "আহরার আশ-শাম" এর কিছু নেতৃবৃন্দ এই ঘোষণা থেকে নিজেদেরকে পৃথক করতে উদ্যত হয়েছিল যদিও তা তাদের ব্যক্তিগত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম দ্বারা অনানুষ্ঠানিক ভাবে। যেখানে অন্যান্য সাহওয়াহ সদস্যরা ইস্তাম্বুলে তাদের আলোচনা সভায় জোর দিয়ে বলেছিল যে "আহরার আশ-শাম" তাদের এই ঘোষণার সমর্থন করেছে। তথাপি, এখনও পর্যন্ত তারা আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণা থেকে নিজেদেরকে পৃথক করে নি যেখানে স্বাক্ষর দাতা হিসেবে তাদের নাম আছে এবং অন্যান্য স্বাক্ষর-দাতারা "আহরার আশ-শাম" এর মিত্র হিসেবে বহাল আছে।

৫ সম্পাদকের নোট: সাহওয়াহ ফিরকাগুলো তাদের জাতীয়তাবাদী ধর্মের কারণে রাফিদি মুরতাদ (ইরানি রেভ্যুলুশনারী গার্ড, হিযবুল্লাহ, আবুল-ফাদল আল-'আব্বাস রক্ষীবাহিনী, ইত্যাদি) এবং মুহাজির মুজাহিদিনের (দাওলাতুল ইসলামের মুহাজিরগণ) মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। রাফিদারা হল মুরতাদ যদিও তারা "সিরিয়ার নাগরিক" এবং মুহাজির হলেন একজন মুসলিম যদিও তিনি ইসলামে প্রবেশের পূর্বে একজন খৃস্টান আমেরিকান থেকে থাকেন। দাবিক, সংস্করণ ৮, পৃষ্ঠা ৯-১১ দেখুন।

করেছে। তন্মধ্যে অন্তর্ভুক্ত "ফ্রি সিরিয়ান আর্মি" এর দলসমূহ, "হারাকাত নূর আদ-দীন যিনকি", "শামিয়াহ ফ্রন্ট", "ফায়লাক আশ-শাম", "জায়শ আল-মুজাহিদিন" ও "আল-ইত্তিহাদ আল-ইসলামী লি আজনাদ আশ-শাম"। ধর্মনিরপেক্ষ সিরিয়ান ন্যাশনাল কাউন্সিল, ধর্মনিরপেক্ষ সিরিয়ান ন্যাশনাল কোয়ালিশনের অন্তর্ভুক্ত আঞ্চলিক প্রাদেশিক কাউন্সিলসমূহ, খালিদ খাওজাহ (সিরিয়ান ন্যাশনাল কোয়ালিশন প্রধান), 'আব্দুল-জাব্বার আল-'আকিদি (প্রাক্তন সরকারী কর্নেল, বর্তমানে নাস্তিক পি.কে.কে এর মিত্র), এবং এমনকি জর্জ সাবরা ও মাইকেল কাইলো (খৃস্টান বিরোধী দলীয় রাজনীতিবিদ)।

খুব সম্ভবত এই ঘোষণাটির সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয়টি হল প্রথম মূলনীতিটি, যেহেতু বাশার আল-আসাদ ধর্মত্যাগী নুসাইরী দল ও ধর্মত্যাগী বাথ পার্টির একজন মুরতাদ তাগুত; তাই তাকে হত্যা করা বাধ্যতামূলক যদিও সে কখনও কোন মুসলিমকে হত্যা না করে থাকত। তাহলে সে যত নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে তার পর তা আরও কতটা বেশি বাধ্যতামূলক! তার অপরাধ এতটাই সুস্পষ্ট যে তার ধর্মত্যাগ ও অপরাধ প্রমাণের জন্য কোন বিচারকার্যেরও প্রয়োজন নেই শুধুমাত্র ক্রুসেডারদের ধর্মে ব্যতীত, যাদেরকে এই জাতীয়তাবাদী দলসমূহ সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে।

এরপরে "৩ অক্টোবর ২০১৫" তারিখে আরেকটি তৃতীয় নথি প্রকাশিত হয়। সেখানে তারা বলেঃ

"নিম্ন স্বাক্ষরিত বিদ্রোহী দলগুলোর রাজনৈতিক দপ্তরসমূহ ও সিরিয়ান কোয়ালিশনের রাজনৈতিক কমিটি এক আলোচনা সভায় বসে এবং জাতিসংঘের দূত স্টাফান দি মিস্টুরা কর্তৃক প্রদত্ত "ওয়ার্কিং গ্রুপস" পদক্ষেপ নামক প্রস্তাবসমূহকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করে। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাস্তবতা যা সিরিয়ার রণক্ষেত্রকে গ্রাস করছে তা এবং সুগভীর ক্ষেত্র ও রাজনৈতিক প্রভাবজনিত সাম্প্রতিক সংবেদনশীল উন্নয়ন গভীরভাবে পর্যালোচনা করার পর, এবং আরও কয়েক হাজার সিরিয়ানদের জীবন নাশকারী একটি

সাহওয়াহ স্তাফেন দি মিস্তুরার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে যেহেতু তাগুত আসাদ তার উপর ভরসা করে

রাফিদি ইরানের "রেভল্যুশনারি গার্ডস"

নতুন ব্যর্থ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সূচনার সম্ভাবনার দরুন আমাদের উদ্বেগ হতে, এবং দেশের অবকাঠামোর অবশিষ্টাংশের অধিক ধ্বংস হওয়ার কারণে, আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করছিঃ"

"প্রথমঃ আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা, বিপ্লবের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছানো, সিরিয়ান জনগণের পরিচয় সংরক্ষণ ও তাদের দুর্দশা সমাপ্তির জন্য তাদের কৃত প্রতিশ্রুতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তবে এই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অবশ্যই এটা নিশ্চিত করতে হবে যে বর্তমান সরকারের অথবা এর মাথা ও স্তম্ভগুলোর পুনর্জন্ম যাতে না হয়, যাদের হাত সিরিয়ানরা রক্তে রক্তাক্ত, তাদেরকে এই ক্রান্তিকালীন বা ভবিষ্যৎ সিরিয়ার রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যাতে কোন পদ না দেয়া হয়।"

"দ্বিতীয়ঃ প্রকৃতপক্ষে কোন বাস্তব ফলাফল না পাওয়া সত্ত্বেও বিপ্লবী বাহিনীগুলো ও বিরোধী দল সর্বদা জাতিসংঘের দূতের সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক বজায় রেখেছে, তারা জোর দিয়ে ঘোষণা করছে যে সিরিয়ার জনগণের স্বার্থে তারা জাতিসংঘের সাথে এই ইতিবাচক সম্পর্ক বজায় রাখবে।"

"তৃতীয়ঃ ইরানের সামরিক সাহায্য, রাশিয়ার রাজনৈতিক প্রচারণা এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিটি কর্তৃক ঘাতক সরকারকে এখনও পর্যন্ত জোরপূর্বক প্রদত্ত এক বৈধতার সাহায্যে সিরিয়ার জনগণের বিরুদ্ধে সরকারের অপরাধ যজ্ঞের পাঁচ বছর পর তাদের আন্দোলনকে সমর্থন করার জন্য সিরিয়ার জনগণ আন্তর্জাতিক কমিউনিটির সক্ষমতার উপর সম্পূর্ণরূপে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। বর্তমানে বহু বিস্তৃতরূপে যে চরম সন্ত্রাস চলছে তা যেকোন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিবেচনাধীন করতে হবে যার মাধ্যমে সিরিয়ার জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে, সিরিয়ার বর্তমান সরকারের প্রধান ও এর স্তম্ভগুলোকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় কোন ভূমিকা দেয়া যাবে না এই ঘোষণা দেয়া।"

"চতুর্থঃ কোন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বাশার আল-আসাদ এর কোন স্থান নেই যা নিম্নোক্ত আইনসিদ্ধ ও বাস্তবিক কারণেঃ বাশার আল-আসাদ সম্পূর্ণ অবৈধ উপায়ে ক্ষমতা দখল করেছে। বাশার আল-আসাদ সেই মুহূর্তে একজন যুদ্ধাপরাধীতে পরিণত হয়েছে যখন সে শান্তিপূর্ণভাবে

অধিকার দাবিকারী সিরিয়ানদের হত্যা করা শুরু করেছে। সে নিরপরাধ বেসমারিক লোকদের ওপর অবৈধ রাসায়নিক অস্ত্র চালিয়েছে। এই সব অপরাধ যজ্ঞ নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়েছে যাতে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ না থাকে। বাশার আল-আসাদ ও তার সরকার কোন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জড়াতে চরম অনাগ্রহ দেখিয়েছে, কোন পূর্বঘোষিত যুদ্ধবিরতি মান্য করেনি এবং মানবাধিকার ইস্যুগুলোতে আন্তর্জাতিক কমিউনিটির সাথে কোন রকম সহযোগিতা করেনি। এই সবকিছু তাকে অবিশ্বাসযোগ্য ও অনাস্থাভাজন পাত্রে পরিণত করেছে। যেখানে বাশার আল-আসাদ ও তার সরকার আইএসআইএস এর বিরুদ্ধে তাদের কথিত যুদ্ধে ব্যর্থ হয়েছে বা এই চরমপন্থি সংগঠনের বিরুদ্ধে কোন বুদ্ধিবৃত্তিক বা ভূখণ্ডে জয় লাভ করতে অক্ষম হয়েছে, সেখানে তাদের দুই পক্ষের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা এবং আইএসআইএস এর আবির্ভাবে আসাদ সরকারের ভূমিকার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ রয়েছে। বাশার আল-আসাদ বিদেশী রক্ষীবাহিনীদের জন্য সিরিয়ার দরজা খুলে দিয়েছে যারা নিকৃষ্টতম সাম্প্রদায়িক গণহত্যা চালাচ্ছে এবং বাগাড়ম্বরপূর্ণ সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন দিচ্ছে, এর মাধ্যমে সে নিজেকে দেশকে একত্রিত করার যেকোন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়ার যোগ্যতা হতে বঞ্চিত করেছে। সর্বশেষে, বাশার আল-আসাদ সিরিয়াকে রাশিয়া ও ইরানের হানাদারদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে, যার ফলে সে দেশের ইতিহাস, এর ভবিষ্যৎ ও এর সম্মানের প্রতি ক্ষমার অযোগ্য এক প্রতারণার অবতারণা করেছে।"

"পঞ্চমঃ সিরিয়ানদের হত্যার জন্য দায়ী নিরাপত্তা সংস্থার বিলুপ্তি করণ ও সামরিক প্রতিষ্ঠানের পুনর্বিন্যাসকরণ যেকোন রাজনৈতিক সমাধানের একটি অপরিহার্য অংশ বলে আমরা মনে করি। এই অবরুদ্ধ ও ক্ষয়প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানটি ইরানের নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক রক্ষীবাহিনীতে পরিণত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, এটি জাতীয় সেনাবাহিনীর কেন্দ্র গঠন করতে পারে না, না এটি দেশের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সিরিয়ার জনগণের বিশ্বাস অর্জন করতে পারে।"

"ষষ্ঠঃ একটি অন্তর্বর্তীকালীন পরিচালক কমিটি গঠন বস্তত ক্ষমতার পূর্ণ হস্তান্তরকরণের একটি প্রক্রিয়া যেখানে বাশার আল-আসাদ ও তার সরকারের স্তম্ভগুলোর কোন স্থান নেই। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সংরক্ষণ ও তাদের বিভক্তিকরণ প্রতিহত করার বিষয়ে আমরা জোর দিচ্ছি যেহেতু এগুলো সিরিয়ার জনগণের অধিকারভুক্ত ও দেশকে অধিকতর বিশৃঙ্খলায় পতিত হওয়া থেকে রোধ করার জন্য আমরা গুরুত্ব প্রদান করছি।"

"সপ্তমঃ আমরা মনে করি প্রস্তাবিত "ওয়ার্কিং গ্রুপস" নামক উদ্যোগে সিরিয়ার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক জাতিসংঘের অনুচ্ছেদগুলোর অধিকাংশই বিশেষত ২১১৮, ২১৬৫ ও ২১৩৯ অনুচ্ছেদগুলোকে উপেক্ষা করা হয়েছে। এই উদ্যোগ বস্তত একটি জটিল রাজনৈতিক প্রক্রিয়া যার জন্য একদিকে সিরিয়ার জনগণ ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া অর্থায়নকারী পক্ষ, তথা জাতিসংঘ এর মধ্যে আস্থা তৈরি করা প্রয়োজন। আস্থা তৈরি শুধুমাত্র উপরে উল্লেখিত জাতিসংঘের অনুচ্ছেদগুলোর বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সম্ভব যা সিরিয়ার সরকার এপর্যন্ত বর্জন করেছে।"

"অষ্টমঃ আমরা মনে করি "ওয়ার্কিং গ্রুপস" নামক উদ্যোগটির বর্তমানে যে রূপে আছে এবং এর অস্পষ্ট গঠন প্রক্রিয়া, বর্তমান সরকারকে পুনর্গঠন করার জন্য যথার্থ পরিবেশ সৃষ্টি করছে। এর পরিবর্তে, গ্রুপগুলোতে অংশগ্রহণকারীদের নির্বাচন করার যোগ্যতা ও সমাধানের নিমিত্তে চূড়ান্ত দূরদৃষ্টি সম্বন্ধীয় স্পষ্ট মূলনীতিসমূহের উপর ভিত্তি করে এই "ওয়ার্কিং গ্রুপস" গঠন করা উচিত।"

"নবমঃ আমরা সিরিয়াতে রাশিয়ার সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ বৃদ্ধির নিন্দা করি এবং বিদেশী হস্তক্ষেপের জন্য সিরিয়াকে জ্বলন্ত উনুনে পরিণত করার জন্য সিরিয়ান সরকারকে সম্পূর্ণরূপে দায়ী বলে গণ্য করি। এই সামরিক হস্তক্ষেপ বৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক কমিউনিটির নীরবতাও দায়ী এবং তা দ্বারা এও রূপায়িত হয় যে সিরিয়ার জনগণ ও রাশিয়ার মধ্যকার সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের কোন সম্ভাবনা নেই। এই হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি স্পষ্টত প্রমাণ করে যে রাশিয়া রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তার কৃত প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে একেবারেই গুরুত্বহীন বা আন্তরিকতাবিহীন, সে কখনই সৎ মধ্যস্থতাকারী ছিল না বরং সে ছিল দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকারী পক্ষ ও অপরাধী সরকারের প্রধান মিত্র।"

"দশমঃ বিপ্লবী বাহিনীগুলো ও এর প্রতিষ্ঠানসমূহ যেখানে আমাদের জনগণের প্রতি তাদের অঙ্গীকার দৃঢ়তার সাথে পুন:ব্যক্ত করে, সেখানে আমরা প্রতিজ্ঞা করছি যে আমাদের সারিসমূহ নিকটবর্তী করার ও পূর্বের ভুলগুলো সংশোধন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আমরা আরও শপথ করছি

তাগুত জাতিসংঘের প্রস্তাবনাগুলো সাহওয়াতদের জন্য আশার অপর একটি স্তম্ভ

৬ সম্পাদকের নোট: দাওলাতুল ইসলাম এবং নুসাইরী সরকারের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই, এটা শুধু তাদের মিথ্যাচার যারা কন্সপিরেসি থিওরী শিরক দ্বারা উন্মাদিত হয়েছে। দাওলাতুল ইসলাম নুসাইরী সরকারকে সহযোগিতা তো করেইনা উল্টো তাদের ও তাদের বাহিনীকে হত্যা করে যা উলাইয়াত আর-রাক্কাহ, তাদমুর ও আস-সুখনাহ তে তাদের প্রাক্তন সামরিক ক্যাম্পে করা হয়েছিল। এদের সাথে হালাব, হিমস, হামাহ, আল-বারাকাহ ও আল-খায়ের এ দাওলাতুল ইসলাম ভয়ংকর যুদ্ধে লিপ্ত। আর-রাক্কাহ, আল-বাব, আল-মায়াদিন ও অন্যান্য স্থানে দাওলাতুল ইসলামের ফ্রন্ট-লাইন গুলোতে, দালানগুলোতে, যোদ্ধাদের ও লক্ষ্যবস্তুগুলোতে নিয়মিত নুসাইরী যুদ্ধবিমান হামলা হচ্ছে। কিন্তু পক্ষালম্বনতা, জাতীয়তাবাদ এবং কন্সপিরেসি থিওরী শিরক এর কারণে সাহওয়াত জোট নিজেরা ক্রুসেডর ও তাওয়াগিতের সাথে সহযোগিতা ও তাদের গোলামী করায় অভ্যস্ত, তাই তারা মনে করে যে প্রত্যেকেরই বোধ হয় অন্য ক্রুসেডর ও তাওয়াগিতের সাথে সহযোগিতা ও তাদের গোলামী করতে হয়, কারণ সাহওয়াতদের মৃত হৃদয়ের ধর্মবিশ্বাসে ওয়ালা' ও বারা' এর কোন অস্তিত্ব নেই। আরও দেখুন, দাবিক, সংস্করণ ৯, "কন্সপিরেসি থিওরী শিরক", পৃষ্ঠা ১৪-১৯।

যে এই বিপ্লব এর মূলনীতিসমূহ ও এর হারানো বীরদের প্রতি সৎ থাকবে, এবং আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন ও মৌলিক মূলনীতিগুলোর সংরক্ষণ করার মধ্যে একটি ভারসাম্য তৈরি করব। আমরা আরও প্রতিজ্ঞা করছি যে আমাদের জনগণের দুর্দশা দূর করব, বিজয় ত্বরান্বিত করব এবং আমাদের রাজনৈতিক ও সামরিক সামর্থ্যকে এর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করব ।"

"অতঃপর, "ওয়ার্কিং গ্রুপস" উদ্যোগের বর্তমান স্বরূপ প্রয়োগসিদ্ধভাবে ও আইনত অগ্রহণযোগ্য যে অব্দি না উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলোকে বিবেচনা করা হয় এবং এই উদ্যোগের গঠননীতিকে আকার দেয়ার অনিশ্চয়তাসমূহ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।"

এই পথভ্রষ্ট ঘোষণা যা থেকে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের দুর্গন্ধ আসে আবারো শামে জাওলানি ফ্রন্টের প্রধান মিত্রদলগুলো দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়েছে যার মধ্যে "আহরার আশ-শাম" ও আছে। সেই সাথে তাতে সিরিয়ান ন্যাশনাল কোয়ালিশন (তাগুত "সিরিয়ান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার") এবং নাস্তিক পি.কে.কে এর কিছু মিত্র দলগুলোরও স্বাক্ষর আছে। এবং এই ফিরকাগুলোর ধর্মীয় মতবাদে ওয়ালা ও বারার অস্তিত্ব নেই, যা জাওলানি ফ্রন্টের মিত্র এই সকল জাতীয়তাবাদী "ইসলামিক" ফিরকাগুলোর প্রকৃত স্বরূপ। এরা সব মুরতাদ পার্টি যাদের দলীয় স্বার্থ ব্যতীত কোন ধর্ম নেই। যদি তাদের দলের সাফল্য অথবা তাদের নেতৃত্ব সংরক্ষণের জন্য তাদেরকে জাতিসংঘ, গণতন্ত্র বা জাতীয়তাবাদের পূজা করতে হয়, তাহলে তারা তাও করে। কারণ সহজ সরল যোদ্ধাদের আকৃষ্ট করা তাদের প্রয়োজন, স্থানীয় পর্যায়ে তারা কদাচিৎ "ইসলামিক" বার্তা নিবেদন করে বা কুরআনের কিছু বাণী এখানে সেখানে ব্যবহার করে। কিন্তু, তাদের চূড়ান্ত ব্রত হল একটি জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক তাগুতের প্রতিষ্ঠাকরণ। এই কারণে, জাওলানি ফ্রন্টের একটি "জিহাদি" মিত্রদল – "জুন্দ আল-আকসা" – ফিরকাগুলোর এই অবস্থা আর সহ্য করতে পারে নি এবং "জায়শ আল-ফাতহ" হতে নিজেদের অপসারণের ঘোষণা দিয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। তারা সরে যাওয়ার তাদের এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করে যা নিম্নরূপঃ

" জায়শ আল-ফাতহ হতে আমাদের সাম্প্রতিক অপসারণের পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। ক) জায়শ আল-ফাতহ এর কয়েকটি দল কিছু উদ্দেশ্য সমর্থন করে যা ইসলামী শারী'আহ'র সাথে সাংঘর্ষিক। সর্বশেষ প্রকাশিত ডি মিস্তুরা বিবৃতিতে এই বিষয়টি পরিষ্কার হয় যেখানে ষষ্ঠ শর্ত অনুযায়ীঃ 'সিরিয়ার জনগণের ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শন; যেহেতু ভবিষ্যৎ সিরিয়ার সংবিধান প্রতিষ্ঠার শক্তির উৎস এবং এর ধারাসমূহ অনুমোদন করার ক্ষমতা সিরিয়ার জনগণের হাতে নিহিত। যার অর্থ এমন কোন মূলনীতি তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া যাবেনা যা তাদের স্বাধীন ইচ্ছা বাজেয়াপ্তকরণ স্বরূপ!' এই বিবৃতিতে অন্যান্য কিছু শর্ত রয়েছে যেগুলোকে আমরা শারী'আহ বিরোধী বলে গণ্য করি যার মধ্যে রয়েছে তুরস্কের হস্তক্ষেপ এবং অন্যান্য কিছু পরাজিতমন্য বিবৃতি।" এরপর তারা "জায়শ আল-ফাতহ" তে কিছু শর্তের বিনিময়ে পুনরায় যোগ দেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করে, তন্মধ্যে রয়েছে, "জায়শ আল-ফাতহ এর অন্তর্ভুক্ত সকল দলগুলোকে শারী'আহ বাস্তবায়নের সাথে সাংঘর্ষিক সকল উদ্দেশ্যের প্রতি তাদের অবস্থান খোলাখুলি ভাবে ও স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করতে হবে।"

যদিও তাদের এই বিবৃতিতে এই জাহিলি ফিরকাগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা দেয়ার বিষয়টি ছিল না, তবুও এতে প্রমাণিত হয় যে অবস্থা এখন এতটাই পরিষ্কার যে দাবিকের তরফ হতে কোন ব্যাখ্যা দেয়ারও প্রয়োজন নেই।
জাওলানি ফ্রন্ট কি এখন তাদের প্রতারণা ও স্বধর্মত্যাগের জন্য তওবা করবে এবং তাদের এই জাতীয়তাবাদী "ইসলামী" মিত্রদের কাছ থেকে নিজেদের দূরে রাখবে যাদের জাতীয়তাবাদী ধর্মত্যাগের বিষয়ে খুব ভালভাবে জানা থাকা সত্ত্বেও তাদের সাথে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে গিয়ে বন্ধুত্ব করেছে? তারা কি এখন ঐ ফিরকাগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে এবং দাওলাতুল ইসলামের সারিতে ফিরে আসবে? মনে হচ্ছে, তাদের পক্ষালম্বনতা ও নেতৃত্বের প্রতি ভালবাসা তাদেরকে ছাড়িয়ে গিয়েছে, এবং তারা সাহওয়াতের সারিতে বহাল থাকবে যে অব্দি না তাদের মিত্ররাই তাদের বিপক্ষে চলে যায়। এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞানী।

পরিশেষে, এটা হল মুরতাদ সাহওয়াহ জোট – জাতীয়তাবাদী ফিরকাসমূহ ও তাদের জিহাদি দাবীদার মিত্রদলসমূহ – এবং শামের ভেতরে ও বাইরে তাদের ন্যায় অন্যরা, যারা দাওলাতুল ইসলামের বিপক্ষে একত্রিত হয়েছে, যাদের উপর শায়খ আবু মোহাম্মাদ আল-আদনানী (হাফিযাহুল্লাহ) তাকফির করেছেন যখন তিনি বলেন, "আমরা অনুরূপভাবে শাম ও লিবিয়ার বিরোধী দলগুলোর প্রতি পুনরায় আহ্বান জানাচ্ছি। দাওলাতুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার পূর্বে গভীর ভাবে চিন্তা করার জন্য আমরা তাদের আহবান জানাচ্ছি, সেই দাওলাতুল ইসলাম যা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা পরিচালিত। যারা ফিতনায় পতিত তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ নেয়ার পূর্বে মনে রাখবেন, দাওলাতুল ইসলামের ভূখণ্ড ব্যতীত পৃথিবীর বুকে অন্য কোথাও পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর রাহে শারী'আহ'র বাস্তবায়ন হয়নি। মনে রাখবেন, যদি আপনারা এই ভূখণ্ডের এক হাত, একটি গ্রাম অথবা একটি শহরও দখল করতে পারেন, তাহলে সেখানে আল্লাহ্‌র আইনের পরিবর্তে মানবরচিত আইন বাস্তবায়িত হবে। অতএব নিজেকে প্রশ্ন করুন, 'যে ব্যাপ্তি আল্লাহর আইনকে মানবরচিত আইন দ্বারা প্রতিস্থাপন করে অথবা এর পেছনে ভূমিকা রাখে, তাহলে সেই ব্যক্তির প্রতি রায় কি হবে?' হ্যাঁ, এর মাধ্যমে আপনি একজন কাফির হয়ে যাবেন। সুতরাং সতর্ক হন, দাওলাতুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলে আপনি কুফরিতে পতিত হবেন, যদিও তা আপনি উপলব্ধি করতে পারেন অথবা না পারেন" (হে আমাদের সম্প্রদায়, আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিন)।

এর পরবর্তী এক বিবৃতিতে, তিনি পুনরাবৃত্তি করেন যে দাওলাতুল ইসলাম তাদের বিবিধ স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য সমূহের কারণে কোন পার্থক্য করে না। এর কারণ হল এই ফিরকাগুলো শুধুমাত্র এক জোটে আবদ্ধ আর তন্মধ্যে প্রাধান্যতা হল জাতীয়তাবাদী ধর্মত্যাগের জন্য, এক বাস্তবতা যা তাদের সর্বনিম্ন সারিভুক্ত সৈনিকদের কাছে আর গোপনীয় নয়। সেই অনুপাতে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ যতই "শারী'আহ" বাস্তবায়ন করার "উদ্দেশ্য" এর উপর জোর দিক না কেন, দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের জোটের মধ্যকার আধিপত্য অবশ্যই শারী'আহ'র জন্য নয়, বরং এটা তাদের জন্য যারা শারী'আহকে জোরপূর্বক বাধা প্রদান করে এবং শারী'আহ'র অধিকাংশ সুনির্দিষ্ট বিধানগুলো যেমন ওয়ালা' ও বারা' এর প্রকাশ, হুদুদের বাস্তবায়ন এবং হিসবাহ

এর কাজ (সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করা) এর ঘোর বিরোধী। সুতরাং, তাদের জোট হল এক মুরতাদের জোট , এবং এর অন্তর্ভুক্ত কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি এই ভেবে অব্যাহতি পাবে না যে তার উদ্দেশ্য ভাল ছিল ।

অতঃপর, শায়খ আবু মোহাম্মাদ আল-আদনানী বলেন, "হে মুরতাদ বিশ্বাসঘাতক আর লাঞ্ছনার দল সমূহ, হে আবর্জনা, তোমাদের উদ্দেশ্যে বলছি। এখনও কি তোমাদের সময় হয়নি বছরের পর বছর ইরাকে তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের? শামে প্রাপ্ত শিক্ষা থেকে কি তোমরা লাভবান হও নি? ... আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা তোমাদের (ফিরকাসমূহের সৈনিকদের) দিকে অগ্রসর হচ্ছি। আল্লাহর কসম আমরা তোমাদের জন্য পরিতাপ অনুভব করি। অতঃপর আমাদের এই কথাগুলোকে গুরুত্বের সাথে নাও এবং বুঝো ... আমরা জানি যে তোমাদের নিয়্যাত, লক্ষ্য এবং পরিস্থিতি ভিন্ন-ভিন্ন। তোমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আমাদের দ্বীনের কারণে আমাদের সাথে যুদ্ধ করে, কারণ আল্লাহর বিধানের প্রতি তাদের বিদ্বেষ, তাগুতদের প্রতি তাদের সমর্থন আর মানব রচিত বিধানের প্রতি ভালোবাসার দরুন তারা দাওলাতুল ইসলাম চায় না। তোমাদের মধ্যে এরা সংখ্যায় নগণ্য, ওয়া লিল্লাহিল হামদ । তোমাদের মধ্যে অনেকেই আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার দাবি করা সত্ত্বেও আমাদের সাথে যুদ্ধ করছো। আসলে তোমরা গোমরাহিতে পতিত হয়েছো এবং সঠিক পথের সন্ধান পাও নি। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এই ভেবে আমাদের সাথে যুদ্ধ করে যে আমরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে এক নিষ্ঠুর দুশমন। অন্যরা দুনিয়া বা বেতনের আশায় আমাদের সাথে যুদ্ধ করে। কেউ কেউ আমাদের সাথে যুদ্ধ করে অহংকার আর সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য এবং অন্যান্যদের ভিন্ন-ভিন্ন নিয়্যাত আর কু-উদ্দেশ্য রয়েছে। কিন্তু জেনে রাখো, আমরা এই সকল নিয়্যাত আর উদ্দেশ্য সমূহের উপর ভিত্তি করে কোন পার্থক্য করি না এবং পাকড়াও করার পর তোমাদের উপর আমাদের বিধান একটাই: হয় তোমাদের মগজ ভেদকারী একটি বুলেট অথবা তোমাদের গর্দানে একটি ধারালো ছুরি" [কাফিরদেরকে বলে দিন, "তোমরা পরাভূত হবে"]।

যারা স্বদিচ্ছা পোষণ করে তারা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকত, তাহলে তারা সাহওয়াত জোট পরিত্যাগ করত, স্বধর্মত্যাগের কারণে তওবা করত, তাদের পূর্বের মিত্রদের বিরুদ্ধে তাকফির ঘোষণা করত এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করত, দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে নয়। শায়খ আবু মোহাম্মাদ আল-আদনানী সাহওয়াহ সৈনিকদের উপদেশ দিয়েছেন, "হে দল সমূহের সৈনিকরা, আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা যেখানেই থাকো না কেনো আমরা আসছি, এমনকি কিছু সময় পরে হলেও আমরা আসবো। আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসি নি, তাই মুজাহিদিনদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িও না । যারাই তাদের অস্ত্র ত্যাগ করবে এবং তাওবাহ করবে, তাদের জন্য নিরাপত্তা। যারাই মসজিদে অবস্থান করবে এবং তাওবাহ করবে, তাদের জন্য নিরাপত্তা। যারাই নিজেদের ঘরে অবস্থান করবে এবং দরজা বন্ধ রেখে তাওবাহ করবে, তাদের জন্য নিরাপত্তা। দল এবং ব্রিগেড সমূহকে যারাই ত্যাগ করবে এবং তাওবাহ করবে, তাদের জন্য নিরাপত্তা। মুজাহিদিনগণের বিরুদ্ধে তাদের বিগত শত্রুতা আর সীমালঙ্ঘন সত্ত্বেও তাদের জান-মালের ব্যাপারে তারা নিরাপত্তা পাবে। হে আল্লাহ, আমরা বার্তা পৌঁছে দিয়েছি, আপনি সাক্ষী থাকুন [কাফিরদেরকে বলে দিন, "তোমরা পরাভূত হবে"]।

ক্রুসেডর, তাগুত, তাদের দালাল ও তাদের মিত্রদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আল্লাহ মুজাহিদিনদের শামে বিজয় দান করুন।